গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থবছর

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মোঃ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
মোঃ রাশেদুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট)

প্রকাশক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

স্বত্ব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্
২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের নিমিত্ত গঠিত কমিটি

১.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোঃ আবুল বশার পরিচালক (উপসচিব), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ কবির উদ্দীন উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব সত্যজিত রায় দাশ সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	ড. মোঃ নুরুল আমিন চৌধুরী উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	মীর মোঃ আরিফুর রহমান বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	সদস্য
৮.	ড. মোছাঃ ফাহমিদা বেগম উপপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ভুঞা উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ স্বদেশ প্রতিষ্ঠার পথযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরলস ভূমিকা অব্যাহত আছে। সেই ভূমিকা তুলে ধরতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শিক্ষা চেতনাকে শাণিত করে, বুদ্ধিকে প্রখর করে, বিবেককে জাগ্রত করে। শিক্ষা আত্মিক মুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির দুয়ার খুলে দেয়। তাই মুক্তির বিশাল ভুবনে নিজেকে আবিস্কার করতে হলে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের বিকল্প নেই। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েই সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ সম্ভব। তাই বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্যই আমাদের স্লোগান 'শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় নেট এনরোলমেন্ট রেট প্রায় ৯৮ শতাংশ। তথ্য-প্রযুক্তির সহজ ও সাবলীল ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অনলাইনে বদলি চালু হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকদের বদলিজনিত দুশ্চিন্তার অবসানের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সুযোগ অবারিত হয়েছে। বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি স্কুলকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঝড়ে পড়া রোধ ও শিশুকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' পুনরায় আরও বৃহৎ পরিসরে চালু হতে যাচ্ছে; এ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো-ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কর্ম ও বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি মনে করি বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকরা জানতে পারবেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ধারাবহিকভাবে কী ধরনের অবদান রেখে চলেছে। আমি এ প্রকাশনার বহুল প্রচার কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মো: জাকির হোসেন এমপি

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের বিগত বছরের কার্যক্রমসমূহের উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার জন্যই 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩' প্রকাশ করা হচ্ছে।

শিক্ষাই জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি এবং প্রাথমিক শিক্ষা জাতি গঠনের ভিত নির্মাণ করে। তাই বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিসহ বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমানো, শিখন সময় বৃদ্ধিসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষক বদলি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি স্কুলকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানোর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হওয়া বছরের প্রথমদিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বই বিতরণ কার্যক্রম এখন বর্ণিল বই উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রুতিকটু ও নেতিবাচক ভাবার্থ সম্বলিত নাম পরিবর্তন করে সুন্দর, রুচিশীল, শ্রুতিমধুর এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতির সাথে মানানসই নামকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরকারি কর্মচারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তাদের জন্য 'শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট' আইন প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের' কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ-বিধিমালা প্রণয়ন, 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা' পরিমার্জন ও 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিদ্যমান বিধিমালা পরিমার্জনসহ এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি আইন এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সম্প্রতি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শতভাগ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৭,৫৭৪ (সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর) জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য একজন দক্ষ মেন্টর ও গাইড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১০ মাস মেয়াদী 'মৌলিক প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো- ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়া। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিশুদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাভূক্ত অধিদপ্তর-সংস্থার বিগত বছরের কর্মকান্ডের একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে; যা আগ্রহীদের কাজে লাগবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরিদ আহাম্মদ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		১১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		
১.০	সূচনা	১৫
১.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১৬
১.২	কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ	১৬
১.৩	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
১.৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১৬-১৭
১.৫	প্রধান কার্যাবলি	১৮
১.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	১৮
১.৭	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম	১৯
১.৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২০২৩)	২০
১.৯	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র	২১
১.১০	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২২)	২২
১.১১	প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২২)	২২
১.১২	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য (২০২২)	২৩
১.১৩	গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০১০-২০২২)	২৩-২৪
১.১৪	ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার	২৫
১.১৫	শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	২৫
১.১৬	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	২৫
১.১৭	এসডিজি বাস্তবায়ন	২৫
১.১৮	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	২৬
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর		
২.০	পটভূমি	৩১
২.১	রূপকল্প	৩১
২.২	অভিলক্ষ্য	৩১
২.৩	কৌশলগত লক্ষ্য	৩১
২.৪	সাংগঠনিক কাঠামো	৩১
২.৫	প্রধান কার্যাবলি	৩২
২.৬	প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৪২
২.৭	এসডিজি সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪৮
২.৮	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৪৮
২.৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৯
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো		
৩.০	ভূমিকা	৫৩
৩.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা	৫৩
৩.২	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৫৩
৩.৩	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৫৩
৩.৪	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৫৪
৩.৫	প্রধান কার্যাবলি	৫৫
৩.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৫
৩.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫৫
৩.৮	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.৯	তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬০
৩.১০	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় গৃহীত কর্মসূচি	৬১
৩.১১	মনিটরিং কার্যক্রম	৬১
৩.১২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)	৬১
৩.১৩	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৬৫
৩.১৪	চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি	৬৫
৩.১৫	এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম	৬৬
৩.১৬	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৬৬
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি		
৪.০	ভূমিকা	৬৯
৪.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৭০
৪.২	বোর্ড অব গভর্নরস	৭০
৪.৩	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৭০
৪.৪	সাংগঠনিক কাঠামো	৭১
৪.৫	প্রধান কার্যাবলি	৭২
৪.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৭২
৪.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৭২
৪.৮	এসডিজি বাস্তবায়ন	৭৬
৪.৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৭৬
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট		
৫.০	ভূমিকা	৭৯
৫.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৭৯
৫.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৭৯
৫.৩	সাংগঠনিক কাঠামো	৭৯
৫.৪	প্রধান কার্যাবলি	৮০
৫.৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮০
৫.৬	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৮১
৫.৭	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৮২
৫.৮	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ	৮২
৫.৯	এসডিজি বাস্তবায়ন	৮২
৫.১০	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৮৩
৫.১১	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৮৩
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট		
৬.০	ভূমিকা	৮৭
৬.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৮৭
৬.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৮৭
৬.৩	সাংগঠনিক কাঠামো	৮৭
৬.৪	২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যাবলি	৮৯
৬.৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৯০
৬.৬	এসডিজি বাস্তবায়ন	৯১

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(এপিএসসি ২০২২ অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
০১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৫৬৫		
০২.	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬১৪০		
০৩.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮		
০৪.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৯১১		
০৫.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯৭		
০৬.	ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৪৩০০		
০৭.	কিন্ডারগার্টেন	২৬৪৭৮		
০৮.	এনজিও পরিচালিত স্কুল	৩৩১০		
০৯.	এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	২২৩৮		
১০.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭২		
১১.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১১৪৫৩৯		
	শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট
১২.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**	১,২৭০৩৯	২৩৫৬৭০	৩৬২৭০৯
১৩.	অন্যান্য শিক্ষক	১০৯৮৫০	১৫৩৪৮৩	২৬৩৩৩৩
১৪.	মোট শিক্ষক	২৩৬৮৮৯	৩৮৯১৫৩	৬২৬০৪২
	শিক্ষার্থী	বালক	বালিকা	মোট
১৫.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৮৩৫৭৬২৮	৮৮০৪৭৩৭	১৭১৬২৩৬৫
১৬.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৬৬৭৩২৩	১৭১৬৪০৩	৩৩৮৩৭২৬
১৭.	মোট শিক্ষার্থী (প্রাক-প্রাথমিকসহ)	১০০২৪৯৫১	১০৫২১১৪০	২০৫৪৬০৯১
১৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪৫১৭		
১৯.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১৫৫২৯১৯০		
২০.	গ্রস ভর্তির হার	১১০.৪৮%		
২১.	নীট ভর্তির হার	৯৭.৫৬%		
২২.	ঝরে পড়ার হার	১৩.৯৫%		
২৩.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার	৮৬.০৫%		

**২০২২ সালে আরো ৩৭,৫৭৪ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার মর্ম উপলব্ধি করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের নিকট একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃজন করা হয় যা ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে সরকার। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে এসডিজি'র লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) হচ্ছে - "Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning for all." সে লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং উপানুষ্ঠানিক (non-formal) শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী পথ-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট। ঝরেপড়া রোধসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনা গ্রহণ করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ

১.১ রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ।
২. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ।

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো:

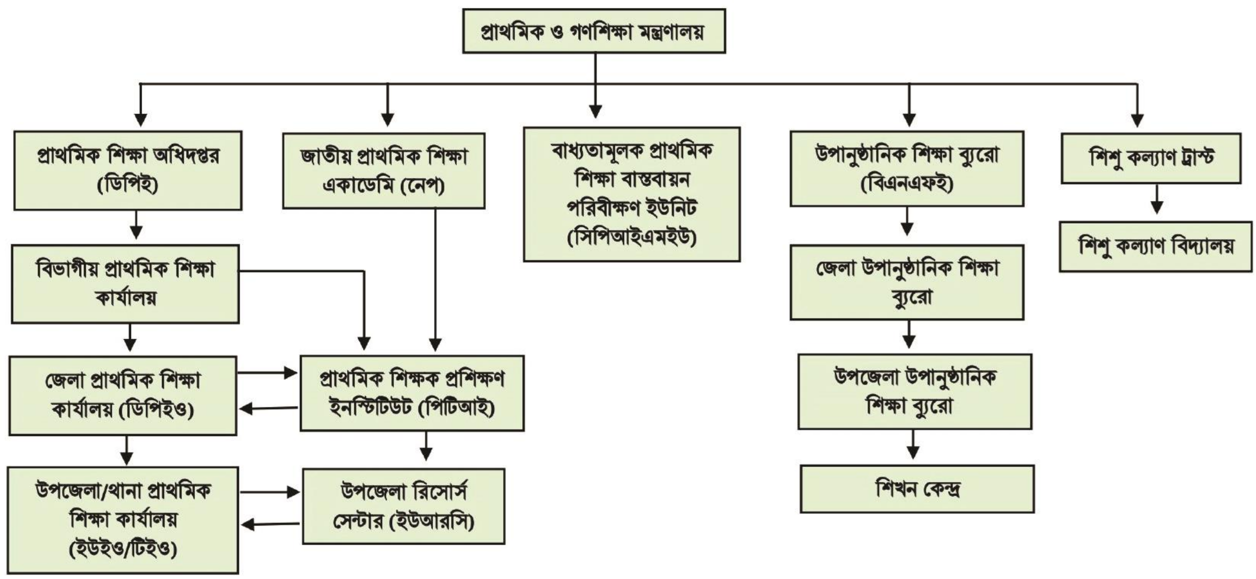

১.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৩ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৩ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

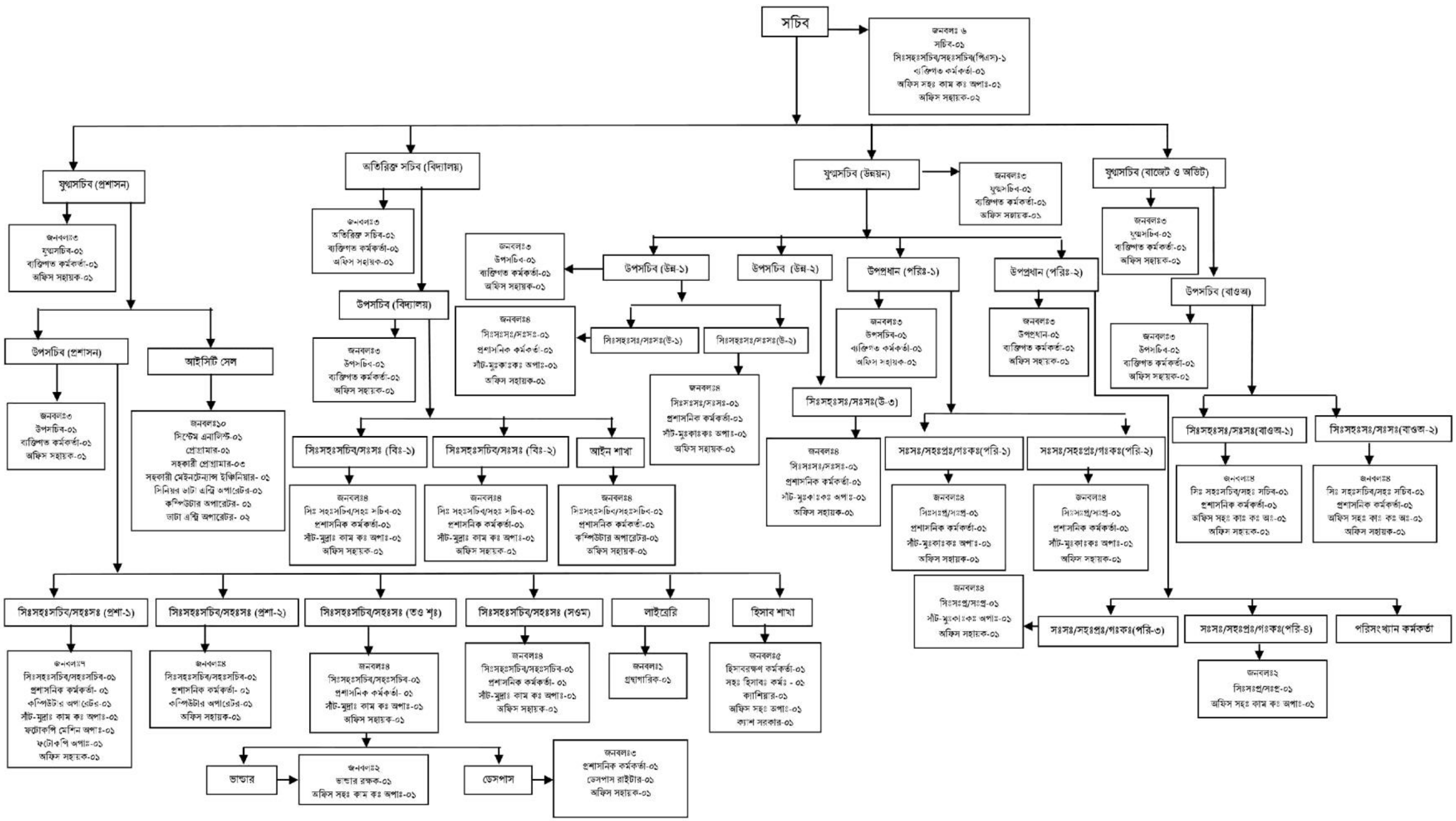
সচিব
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
উপসচিব (প্রশাসন)
আইসিটি সেল
উপসচিব (বিদ্যালয়)
উপসচিব (উন্ন-১)
উপসচিব (উন্ন-২)
উপপ্রধান (পরিঃ-১)
উপপ্রধান (পরিঃ-২)
উপসচিব (বাওঅ)
আইন শাখা
লাইব্রেরি
হিসাব শাখা
ভান্ডার
ডেসপাস
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন;
৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
৫. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন;
৬. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ;
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৬ রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬,৮৩,৬৬	১০,২০,৮৬	১৫.২৭%	স্কুল ফিডিং কার্যক্রম স্থগিত হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।
২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১৯৭৭০,৮৭,০১	১৭৪৮৯,৭২,৭৬	৮৮.৪৬%	
৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২৬,৬৪,৫৩	২১,৮৬,৩৫	৮২.০৫%	
৪	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	৮,৬৪,৯৫	৮,১৮,৬০	৯৪.৬৪%	
৫	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৩৯,৩৯,৭৫	৩১,৩০,৮৫	৭৯.৪৭%	
৬	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৫,৭১,৮০	২,৮৫,৩৬	৪৯.৯১%	
	মোট:	**১৯৯১৮,১১,৭০**	**১৭৫৬৪,১৪,৭৮**	**৮৮.১৮%**	

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার: (হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৩১৪০০	০.০০	০.০০	
২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৭৭৬১৫৪০০	৬৪২০৯২৫১	৮২.৭৩	
	মোট:	**৭৭৮৪৬৮০০**	**৬৪২০৯২৫১**	**৮২.৪৮**	

১.৭ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম

নং	কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা
১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।	মোট ৬৫,৫৬৫টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সৃজিত হয়েছে ৬৪,০৩৮টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ।
২	দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।	প্রতিটি বিদ্যালয়ে একবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর অনুমোদন পাওয়া গেছে।
৩	প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর মেয়াদীকরণ।	ইতোমধ্যে ৭২৯টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
৪	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০।	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ডিপিপিতে অতিরিক্ত ৩০ হাজার শিক্ষকের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫	শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।	শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যালয় দৃষ্টিনন্দন প্রকল্প গ্রহণ ও সারাদেশে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৪০ হাজার অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৬	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, পাহাড়ি এলাকায় ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯টি হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য টয়লেট ও প্রতিটি বিদ্যালয় ভবনে র‍্যাম্প ও তাদের চলার উপযোগী করে চলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
৭	বিভিন্ন ধরণের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে একটি কমন ডিজাইন অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়াও, প্রয়োজন বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
৮	সকল শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন চালুকরণ।	প্রথম, দ্বিতীয় ও ৩য় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন চালু করা হয়েছে।
৯	বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি জোরদারকরণ।	অনলাইন মনিটরিং চালু করা হয়েছে। ৮টি বিভাগে ৮টি টিম গঠন করা হয়েছে। নিয়মিত অনলাইনে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া, অফলাইনেও বিদ্যালয় পরিদর্শনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
১০	শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি।	২০২২ সালে সারাদেশে ৩৭,৫৭৪ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগবিধি যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি/ চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর প্রধানগণের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে উক্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান তার উর্ধ্বতন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে। একই সাথে চুক্তিভুক্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এতে সকল স্তরের দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিতভাবে উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮,৬২৩ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪২,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং ৬৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, ওয়াশব্লক নির্মাণ, ই-নথি বাস্তবায়ন, আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম ২০২২-২৩ অর্থবছরে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল স্তরে (মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহিতা, কাজের স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে আরো গতিশীল ও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৯ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র (এপিএসসি ২০২২)

Sl.	Key Indicators		Year				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	No. of Schools covered by APSC:		**134,147**	**129,258**	**133,002**	**118,891**	**114,539**
	Government Primary School		65593	65620	**65,566**	**65,566**	**65565**
2	Number of Teachers in GPS	Male	125100	125643	131,664	127,809	127039
		Female	224117	229079	236,053	231,286	235670
		All	**349217**	**354722**	**367,717**	**359,095**	**362709**
3	Total Enrolled Students (Grade 1-5)	Boys	8539067	8075892	8,595,915	8,583,323	8,357,628
		Girls	8799033	8260204	9,007,129	8,381,644	8,804,737
		All	**17338100**	**16336096**	**17,603,044**	**16,964,967**	**17,162,365**
4	Total Pre-primary Enrollment	Boys	1792559	1893734	1,963,960	1,559,175	1,667,323
		Girls	1785825	1892507	1,983,892	1,576,830	1,716,403
		All	**3578384**	**3786241**	**3,947,852**	**3,136,005**	**3,383,726**
5	Total Enrollment (All Grade)	Boys	10331626	9969626	10,560,240	9,953,252	10,024,951
		Girls	10584858	10152711	10,991,451	10,136,805	10,521,140
		All	**20916484**	**20122337**	**21,551,691**	**20,090,057**	**20,546,091**
6	Gross Intake Rate - GIR (%)	Boys	109.07	107.65	105.95	107.14	116.15
		Girls	115.57	112.8	109.91	107.47	124.91
		All	**112.32**	**110.17**	**107.86**	**107.3**	**120.43**
7	Net Intake Rate- NIR (%)	Boys	95.99	96.30	96.43	96.15	96.12
		Girls	97.00	96.83	96.82	96.21	97.44
		All	**96.48**	**96.56**	**96.62**	**96.18**	**96.76**
8	Gross Enrollment Rate- GER (%)	Boys	110.32	104.49	100.1	105.32	103.16
		Girls	118.30	114.93	108.9	106.14	118.46
		All	**114.23**	**109.60**	**104.9**	**105.72**	**110.48**
9	Net Enrollment Rate – NER (%)	Boys	97.55	97.65	**97.37**	97.39	97.52
		Girls	98.16	98.01	98.25	97.44	97.81
		All	**97.85**	**97.74**	**97.81**	**97.42**	**97.56**
10	Primary Cycle Dropout rate (%)	Boys	21.4	19.2	19.1	15.05	**14.88**
		Girls	15.69	15.7	15.5	13.25	**13.19**
		All	**18.6**	**19.9**	**17.2**	**14.15**	**13.95**
11	Survival Rate of grade 5 (%)	Boys	80.93	84.1	83.3	85.25	85.9
		Girls	87.73	86.1	85.9	87.1	87.8
		All	**83.53**	**85.2**	**84.7**	**86.2**	**86.25**
12	Coefficient of Efficiency (%)	Boys	80.81	81.9	81.1	84.2	87.4
		Girls	83.62	83.2	84.8	86.5	88
		All	**82.21**	**82.6**	**83.2**	**85.35**	**87.36**
13	Cycle Completion rate (Grade I-V) (%)	Boys	78.56	80.8	81	84.95	85.12
		Girls	84.31	83.2	84.5	86.75	86.81
		All	**81.4**	**82.1**	**82.8**	**85.85**	**86.05**
14	Repetition rate (%)	Boys	5.8	5.1	5	0.95	5.5
		Girls	5.0	4.9	4.9	0.75	5.73
		All	**5.4**	**5.1**	**5**	**0.85**	**5.72**
15	Year Inputs Per Graduate (years)	Boys	6.19	6.1	6.05	5.85	5.63
		Girls	5.98	6.95	5.9	5.55	5.47
		All	**6.08**	**6.05**	**6**	**5.7**	5.56
16	Student Teacher Ratio	**All**	**37:1**	**35:1**	**34:1**	**35:1**	**33:1**
17	Number of Special Needs Children (Grade 1-5)	**All**	**96385**	**98311**	**99,223**	**99,961**	**118,848**

১.১০ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২২ অনুযায়ী)

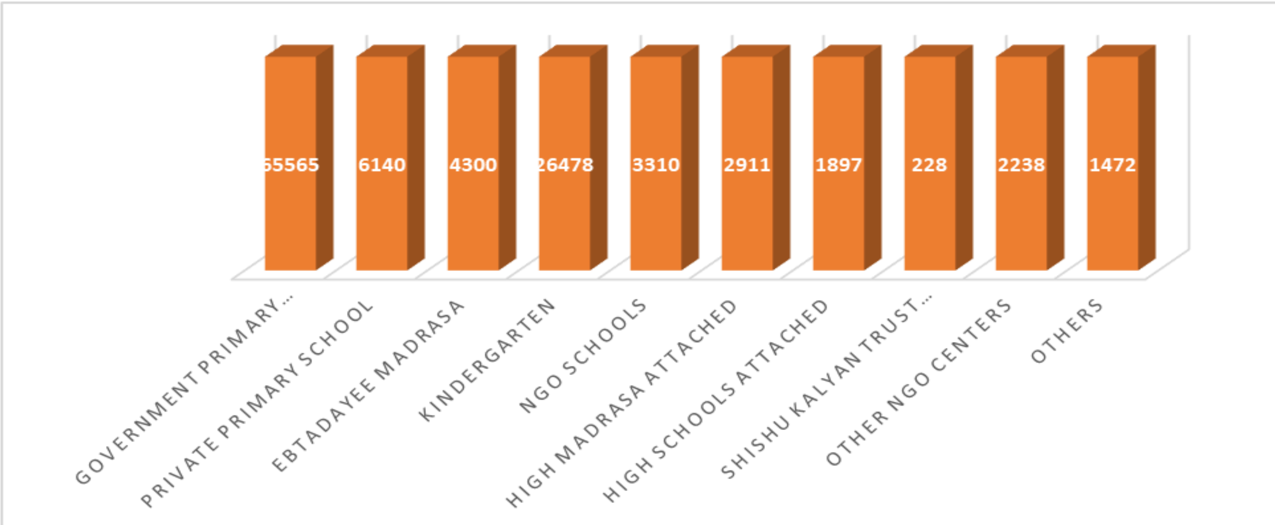

Sl	Primary Institutions Type	No of School	Enrollment (PPE to Grade 5)			Teacher			
			Boys	Girls	Total	Male	Female	Total	% Fem
1	Government Primary Schools	65565	5737879	6257343	11995222	127039	235670	362709	64.97
2	Private Primary School	6140	418860	414616	833476	10742	16420	27162	60.45
3	Ebtedayee Madrasa	4300	341031	322639	663670	13111	5853	18964	30.86
4	Kindergarten	26478	2369976	2238703	4608679	54709	90971	145680	62.45
5	NGO Schools (Garde 1- 5)	3310	263748	268894	532642	1566	5506	7072	77.86
6	High Madrasa attached primary section	2911	244830	241444	486274	9107	2059	11166	18.44
7	High Schools attached primary section	1897	381893	502393	884286	7170	9509	16679	57.01
8	Shishu Kalyan Primary School	2238	145521	159685	305206	367	749	1116	67.11
9	NGO Learning Center	228	17440	18134	35574	324	2844	3168	89.77
10	Others	1472	103773	97289	201062	12754	19572	32326	60.55
	Total	**114539**	**10024951**	**10521140**	**20546091**	**236889**	**389153**	**626042**	**62.16**

১.১১ প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২২ অনুযায়ী):

School Type	Pre-primary Enrollment			% of girls in PPE	Enrollment (Grade 1 to 5)			% of girls in grade 1-5	Enrollment (PPE to Grade 5)			% of girls in grade PPE-grade 5
	Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total	
01. GPS	790657	845153	1635810	51.67	4947222	5412190	10359412	52.24	5737879	6257343	11995222	52.17
02. Private School	64780	64426	129206	49.86	354080	350190	704270	49.72	418860	414616	833476	49.75
03. Ebtedayee Madrasa	37410	35221	72631	48.49	303621	287418	591039	48.63	341031	322639	663670	48.61
04. Kindergarten	578928	556132	1135060	49.00	1791048	1682571	3473619	48.44	2369976	2238703	4608679	48.58
05. NGO Schools	61286	61642	122928	50.14	202462	207252	409714	50.58	263748	268894	532642	50.48
06. High Madrasa attached	21032	20806	41838	49.73	223798	220638	444436	49.64	244830	241444	486274	49.65

School Type	Pre-primary Enrollment			% of girls in PPE	Enrollment (Grade 1 to 5)			% of girls in grade 1-5	Enrollment (PPE to Grade 5)			% of girls in grade PPE-grade 5
	Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total	
07. High Schools attached	54475	74360	128835	57.72	327418	428033	755451	56.66	381893	502393	884286	56.81
08. Shishu Kalyan School	2455	2490	4945	50.35	14985	15644	30629	51.08	17440	18134	35574	50.98
09 Other NGO Centers	24725	26646	51371	51.87	120796	133039	253835	52.41	145521	159685	305206	52.32
10. Others	31575	29527	61102	48.32	72198	67762	139960	48.42	103773	97289	201062	48.39
Total	**1667323**	**1716403**	**338726**	506.72	**8357628**	**8804737**	**17162365**	51.30	**10024951**	**10521140**	**20546091**	51.21

১.১২ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য: (২০২২)

Grade	Gender	Students
PPE	Boys	1667323
	Girls	1716403
	Total	3383726
Grade 1	Boys	1743710
	Girls	1788213
	Total	3531923
Grade 2	Boys	1746830
	Girls	1807071
	Total	3553901
Grade 3	Boys	1707844
	Girls	1789155
	Total	3496999
Grade 4	Boys	1655804
	Girls	1766029
	Total	3421833
Grade 5	Boys	1503440
	Girls	1654269
	Total	3157709
Grand Total : PPE to Grade 5	Boys	10024951
	Girls	10521140
	Total	20546091

১.১৩ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০১০-২০২২)

Year	GER (%)			NER (%)		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2010	103.20	112.40	107.70	92.20	97.60	94.80
2011	97.50	105.60	101.50	92.70	97.30	94.90
2012	101.30	107.60	104.40	95.40	98.10	96.70
2013	106.80	110.50	108.60	96.20	98.40	97.30
2014	104.60	112.30	108.40	96.60	98.80	97.70
2015	105.00	113.40	109.20	97.09	98.79	97.94
2016	109.30	115.00	112.10	97.01	98.80	97.96

Year	GER (%)			NER (%)		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2017	108.10	115.40	111.70	97.66	98.29	97.97
2018	110.32	118.30	114.23	97.55	98.16	97.85
2019	104.49	114.93	109.60	97.65	98.01	97.74
2020	100.87	108.95	104.85	97.37	98.25	97.81
2021	105.32	106.14	105.72	97.39	97.44	97.42
2022	103.16	118.46	110.48	97.52	97.81	97.56

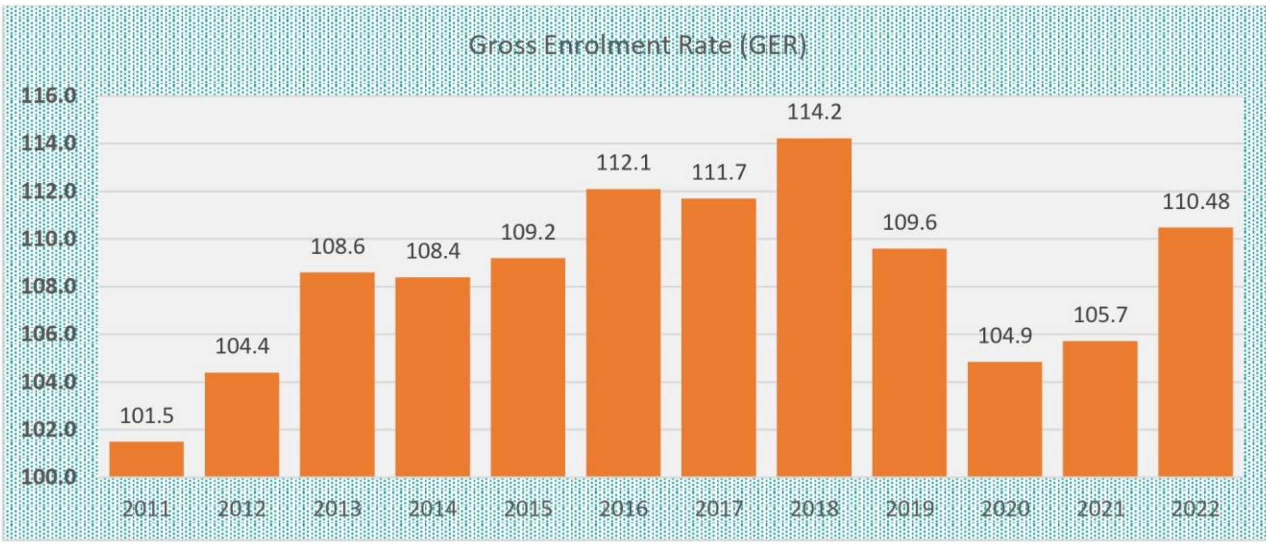

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়া রোধকল্পে ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নত মানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১.১৪ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ঝরে পড়ার শতকরা হার	**All**	**39.8**	**29.7**	**26.2**	**21.4**	**20.9**	**20.4**	**19.2**	**18.85**	**18.6**	**17.9**	**17.2**	**14.15**	**13.95**
	Boys	40.3	32.4	28.3	24.9	24.3	23.9	22.3	21.72	21.44	19.2	**19.1**	**15.05**	**14.88**
	Girls	39.3	27	24.2	17.9	17.5	17	16.1	15.92	15.69	15.7	**15.5**	**13.25**	**13.19**

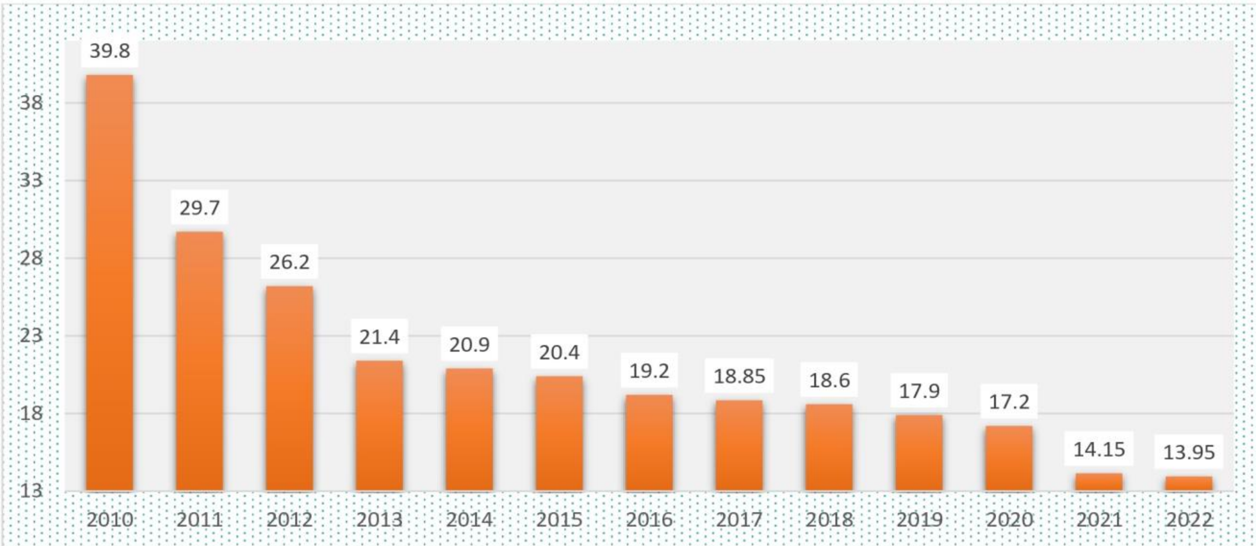

১.১৫ শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬	৮০.৮	৮১.২	৮১.৪	৮২.১	৮২.৮	৮৫.৮৫	৮৬.০৫

১.১৬ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম: সারাদেশে দরিদ্র্য শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	মোট উপকারভোগী
১৯০০ কোটি	০১ কোটি ৩০ লক্ষ

পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	মোট উপকারভোগী
৩৯০ কোটি	২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী

১.১৭ এসডিজি বাস্তবায়ন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রুপকল্প (Vision) হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা। এ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য (Mission) হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

এসডিজি-৪ এর লক্ষ্য হচ্ছে "সবার জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা" এবং এসডিজি ৪.১-এ অভীষ্টসমূহে বলা হয়েছে যে, "২০৩০ সালের মধ্যে যথাযথ ও কার্যকর শিখনফলসহ সকল ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর অবৈতনিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা"।

এসডিজি সূচক ৪, ৪.১ ও ৪.২ এর লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বৈশ্বিক সূচক সমূহ নিম্নরূপ:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি			
	লক্ষ্যমাত্রা		কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক
৪.১	২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।	৪.১.১	শিশু ও যুবসমাজের অনুপাতঃ (ক) ২য়/৩য় শ্রেণীতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী; এবং (গ) নিম্নমাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গ ভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতামান অর্জন করা।
৪.২	২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।	৪.২.১	লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত ।
		৪.২.২	লিঙ্গাভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে)।

এই লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক চাহিত SDG-এর বিভিন্ন সূচকের আওতায় চাহিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ/প্রস্তুতকরত প্রেরণ করা হচ্ছে। যেমন-

SDG ডাটা ক্যালেন্ডারের যে সকল সূচকে যৌক্তিক টাইমলাইন হালনাগাদ করা প্রয়োজন কেবল সে সকল সূচকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাইম লাইনে হালনাগাদ করে বিগত ১০/৩/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসডিজি'র জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan of Ministries/Divisions by targets for the implementation of SDGs) দলিল হালনাগাদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী Template for "Developing National SDG Action Plan under 8th Five Year Plan প্রণয়ন করে তা সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে (জিইডি) বিগত ২০/৩/২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

SDG সূচক ১৭.১৯.১ বাস্তবায়নের NDCC (National Data Co-ordination Committee)'এর ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পরিসংখ্যানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পূরণ করে তা বিগত ০৯/৫/২০২২ তারিখে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের নানা সূচকে এ যাবৎ অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং এর পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক পুনর্লিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করা। একজন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণ নিরবিচ্ছিন্ন করতে প্রণীত শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে যোগ্যতাভিত্তিক নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে একবিংশ শতকের উপযোগী যোগ্যতা এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে বিশেষ গুরত্ব দেয়া হচ্ছে। ২০২৩ সালের মধ্যে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পাইলটিংএর ভিত্তিতে ২০২৪ সালের মধ্যে সারাদেশে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

বর্তমান প্রজন্মকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী করে তৈরি করার গুরুদায়িত্ব বহুলাংশে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের উপর ন্যাস্ত। আর শিক্ষকদের সফলতা নির্ভর করবে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উপর। এ কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো আমূল সংস্কার করা হবে। এ সংস্কার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে প্রতিটি প্রশিক্ষণ থেকে যেন নিশ্চিতভাবে ন্যূনতম একটি দক্ষতা অর্জন করা যায়।

এর পাশাপাশি শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে যে শিক্ষকমান প্রচলন করা হয়েছে তা পরিমার্জন করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এশিয়া এবং উন্নত বিশ্বের সফল দৃষ্টান্তের আলোকে শিক্ষকতা পেশার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের উপযোগী দক্ষতার মান চিহ্নিতকরণ এবং অর্জন যাচাই করার জন্য একটি নীতিমালার আওতায় পরিমার্জিত শিক্ষকমান আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীদের অর্জনযোগ্য ন্যূনতম দক্ষতা, এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের মান যাচাই করার উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ঢেলে সাজানো হবে। শিক্ষকমানের সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্বদানকারী শিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবনির্মিত লিডারশিপ ট্রেনিং সেন্টার কেন্দ্রিক নানামুখী ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অধিকতর শিক্ষার্থীবান্ধব করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ, খেলারমাঠসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের উপযোগী প্রমিত মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সকল ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নে যোগান-তাড়িত পরিকল্পনার বদলে বাস্তব চাহিদার নিরিখে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। চাহিদা যাচাইয়ের জন্য বর্তমানে প্রচলিত তালিকা ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে বহুমাত্রিক চাহিদাসূচকের তুলনামূলক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে অবকাঠামো পরিকল্পনা নির্দেশিকা পরিমার্জন করে বহুমাত্রিক চাহিদাসূচকের ব্যবহার বিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ চাহিদাসূচক প্রণয়নে কোন এলাকার প্রাথমিক স্তর উপযোগী বয়সের শিশুদের প্রক্ষেপন, শিশু জরিপ ও বিদ্যালয় শুমারীর তথ্য ব্যবহার করে ধরণ নির্বিশেষে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণনায় নিয়ে অবকাঠামো চাহিদার যথার্থতা যাচাই করা হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নে জনপ্রশাসনের সকল স্তরে সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ সুশাসন নিশ্চিত করার যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা তার আওতাবহির্ভূত নয়। সুদূর গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত চর্চায় যেসকল ঘাটতি রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিদ্যমান কাঠামো সংস্কার করে তথ্য প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্পতম সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিক আইডি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কাজে শিক্ষকদের সময় সাশ্রয় করে তা শ্রেণি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে পাঠ-পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে ব্যবহার করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় সমন্বিত এমআইএস ব্যবহার করে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতির যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্ট/কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্য সরকার নির্ধারণ করেছে তা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২.০ পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই হচ্ছে সকল উন্নয়নের ভিত্তি। মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এবং সমাজে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা যত বিস্তৃত ও উন্নত সে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা তত সমৃদ্ধ । প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং, কোভিড-১৯ কালিন ঘরে বসে শিখি, বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে।

২.১ রূপকল্প (Vision)

সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

২.৩ কৌশলগত লক্ষ্য

সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

২.৪ সাংগঠনিক কাঠামো

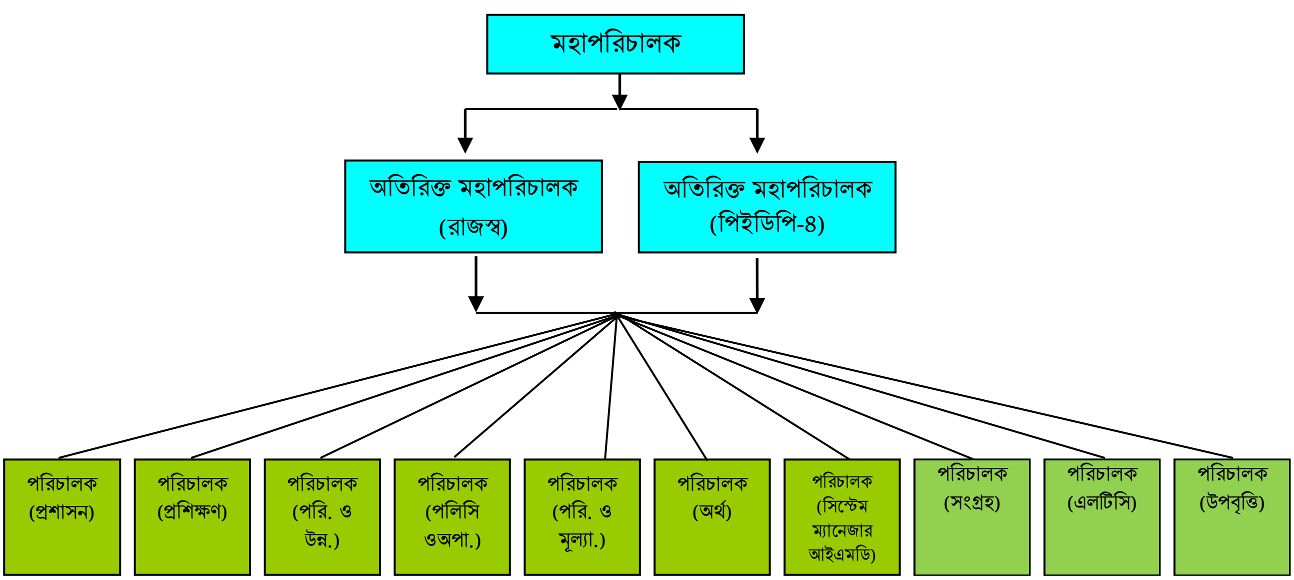

২.৫ প্রধান কার্যাবলি

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে চার রঙে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল শ্রেণিতে শতভাগ নতুন বই বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৫টি ভাষায় (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদ্‌রি) রচিত পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রাথমিক (১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণি) স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত ৫টি ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৩৯ কপি বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪ কপি শিক্ষক সহায়িকা এবং ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৭১ টি পঠন পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বই বিতরণ উৎসব ২০২৩

২০২০-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শ্রেণি	শিক্ষাবর্ষ			
		২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	প্রাক-প্রাথমিক	৬৬৭৫২৭৬	৬৬৭৯২২২	৬৬০৫৪৮০	৬৩২৯০৮৪
২	প্রথম	১৩৫৪৩৭৪৩	১৩২২২৯৫৩	১২৬০৯৫৮৮	১১৫৯২৪৮২
৩	দ্বিতীয়	১৩০৭৭৮১৪	১২৭৬৪৩৪২	১২২৪৮৯৬২	১১৩৫২৫০০
৪	তৃতীয়	২৫২৯৪০৪৩	২৪৬৮৮৬৬ ৮	২৩৮১২২৬৪	২২৯৯২৩০৮
৫	চতুর্থ	২৪৫১১৯৯২	২৩৮০২২৮৯	২৩১৫১৯৫৯	২২৫০১৮৮৫
৬	পঞ্চম	২২০৬৮৫৮০	২১১৫৮১৩৯	২১২১১২৫৭	২০৮৯৯১০৩
৭	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২৩০১০৩	২১৩২৮৮	২১৯৩৬৪	২১২১৭৭
	সর্বমোট =	**১০৫৪০১৫৫১**	**১০২৫২৮৯০১**	৯৯৮৫৮৮৭৪	**৯৫৮৭৯৫৩৯**

শিক্ষক নিয়োগ: প্রধান শিক্ষক- সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে মোট পদোন্নতিযোগ্য ৩,৫৩,৮১১ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯৮.৬% অর্থাৎ ৩,৪৭,৮৮২ জন শিক্ষকের ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৯৫৫টি শূন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে বিসিএস ননক্যাডার থেকে নিয়োগের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজন সাপেক্ষে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুর বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই হচ্ছে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর অভীষ্ট লক্ষ্য। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, আগ্রহী শিশু, শিক্ষায়তন ও শিখন উপযোগী পরিবেশ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমেই দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন Continuous Professional Development (CPD) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে।

পিইডিপি-৪ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে- ডিপিএড কোর্স, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু এবং সংগীত), যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে আইসিটি ইন এডুকেশন, একাডেমিক সুপারভিশন, অ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি , পেশাগত মানোন্নয়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও শিক্ষাপোকরণ প্রণয়ন, শ্রেণিভিত্তিক/বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সিস্টেমেটিক ইংলিশ, গণিত অলিম্পিয়াড এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ। শিক্ষক ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদি Overseas One Year Master's Degree এর জন্য বিদেশে প্রেরণ কার্যক্রমও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

সিস্টেমেটিক ইংলিশ প্রশিক্ষণ: নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিটিশ কাউন্সিল এর মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ- (টিএমটিই) কার্যক্রমটি নির্বাচিত পিটিআই এ অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিডি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকগণের পেশাগত মান (Teacher and Head Teachers Professional Standard) এবং "সিপিডি বাস্তবায়ন কর্মকৌশল (CPD Implementation Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড)	১২ মাস	ডিপিই	-	২২২ জন	
২.	ডিপিএড প্রশিক্ষণ	১৮ মাস	পিইডিপি৪	-	১১২০০ জন	
৩.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা)	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১৩২৮ ব্যাচ	৩৯৮৪০ জন	
৪.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (ইংরেজি)	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১১৯৫ ব্যাচ	৩৫৮৫০ জন	
৫.	গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ	০৬ দিন	পিইডিপি৪	২৪০০ ব্যাচ	৬০,০০০ জন	
৬.	ট্রেনিং অব মাস্টার ট্রেইনার ইন ইংলিশ (টিএমটিই)	০৩ মাস	পিইডিপি৪	৪২ ব্যাচ	৯৮৩ জন	
৭.	প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	১৪ দিন	পিইডিপি৪	০৬ ব্যাচ	১৫০ জন	
৮.	আইসিটি ইন এডুকেশন	১৪ দিন	পিইডিপি৪	৩২১ ব্যাচ	৮০২৫ জন	
৯.	নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	১০ দিন	পিইডিপি৪	৪৩৪	১০৫১৪ জন	

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বিদ্যালয় ও অফিসসমূহ পরিদর্শন: প্রাথমিক শিক্ষার মেন্টরিং গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। গাইডলাইনের ভিত্তিতে জেলা ও মাঠ পর্যায়ের মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং কার্যক্রম করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন টুলস প্রণয়ন করা হয়।

- মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং টুলস, স্লিপ পরিবীক্ষণের টুলস, হোম ভিজিট টুলস, বিদ্যালয় রি-ওপেনিং পূর্বপ্রস্তুতি টুলস, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী ও এসএমসি প্রতিনিধির দৈনিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ টুলস ইত্যাদি প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ই-মনিটরিং অ্যাপস এ নতুন করে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- Annual Primary School Census (APSC): প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে APSC গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে ভেলিডেশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে অনলাইনে তথ্য নেয়া হয়ে থাকে। জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ২০২২ সালের এপিএসসি প্রতিবেদন ৩১ মে ২০২৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- Annual Sector Performance Report (ASPR): ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন, যা এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রতিবেদন APSC, NSA, MICS এবং EHS প্রতিবেদনগুলোর তথ্যের সমন্বয়ে প্রণীত হয়। ২০২১ সালে কোভিড কালীনও এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে পিইডিপি-৪ এর বিভিন্ন ইন্ডিকেটরসহ প্রাথমিক শিক্ষার কেপিআই এবং ননকেপিআই সূচকের মানসমূহ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।
- National Student Assessment (NSA): ২০২২ সালে NSA প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- এছাড়াও SDG এর Indicator সমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তথা APSC, ASPR এবং NSA এর প্রতিবেদন হতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

তথ্য ব্যবস্থাপনা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে শিখন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও উপযোগী করতে পাঠক্রমের উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এর ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ➢ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও ইনস্টিটিউট-এ কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ইত্যাদি সামগ্রী তথা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাদি ব্যবহার করে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে;
- ➢ শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৭টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, প্রতিটি ল্যাবে ল্যাপটপ, কম্পিউটার. প্রিন্টার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে;
- ➢ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪১ হাজার ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে;
- ➢ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে ইতোমধ্যে নির্বাচিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে সকল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- ➢ পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একাধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে;
- ➢ পেপারলেস ই-মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩৭০০টি ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। ই-মনিটরিং এ্যাপস এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যেকোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করেছেন।
- ➢ e-Primary School System এর মাধ্যমে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত তথ্য, শিক্ষক-শিক্ষিকার যাবতীয় তথ্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য (শ্রেণি পরীক্ষার ফলাফলসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
- ➢ e-APSC (Annual Primary School Census) ও Book Distribution Management System এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল ধরণের ১,২৮,০০০ বিদ্যালয়ের APSC (বাৎসরিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী) তথ্য ও বই বিতরন তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে।
- ➢ প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে উপবৃত্তির চলমান কার্যক্রম: প্রাথমিক শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পরিবারগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস, ভর্তির হার বৃদ্ধি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাসপূর্বক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নসহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। বর্তমানে জনপ্রতি মাসিক ১৫০/- থেকে ২০০/- হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এতে প্রতি অর্থবছরে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর মা/অভিভাবকের মোবাইল একাউন্টে G2P পদ্ধতিতে EFT’র মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

- **প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের অর্জন:**
    - প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯৮% এ উন্নীত হয়েছে;
    - ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে;
    - ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮০% যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৩.৯৫% এ নেমে এসেছে;
    - নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে।
    - স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা পালন করছে।

- **<u>উপবৃত্তি বিতরণ পরিধি:</u>**
  সারা দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

- **<u>উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী ও মাসিক হার:</u>**

○ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: ন্যূনতম বয়স ৪ বছর। ○ প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ○ ৪র্থ থেকে-৮ম শ্রেণি: বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০% নম্বর প্রাপ্তি (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বেলায় ৩৩% নম্বর প্রাপ্তি)। ○ কোন পুনরাবৃত্ত (Repeated) শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে না।	○ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা। ○ ১ম শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা। ○ ৬ষ্ঠ শ্রেণি - ৮ম শ্রেণি: ২০০ (দুইশত) টাকা। ○ একটি পরিবারের সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে।

- **<u>২০২১-২২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপবৃত্তি বিতরণ:</u>**
    - ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৯০০ কোটি টাকা হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ সময়ের আংশিক বকেয়া এবং জানুয়ারী-জুন/২০২২ সময়ের সমুদয় বকেয়া বাবদ ১,০৫,৫৬,৯৫২ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে ৮৮২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৭৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২ সময়ের ৯৫,৭৪,৫৯১ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে ৮০৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৭৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় (সার্ভিস চার্জসহ) ১৬৯৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ২১৬ টাকা।

স্কুল ফিডিং প্রকল্পের ফিসিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এমপি এঁর সাথে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

অর্থ সংক্রান্ত কাজ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বাজেট iBAS++ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমুহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ সফটওয়্যার হতে জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদিসহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিজস্ব সফটওয়্যার Online Accounting Information System (DPE AIS) কে iBAS++ সফটওয়্যার এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপডেট করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম: রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় সকল ধরনের পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়ে থাকে। ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং CPTU কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রায় শতভাগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকিউরমেন্ট বিভাগ হতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

- মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণের জন্য ৪১০০০টি ল্যাপটপ ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উক্ত ল্যাপটপসমূহ বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদানের উদ্দেশ্যে ৪১০০০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৪১০০০টি স্পীকার ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারী নির্বাচনপূর্বক ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং উক্ত সরঞ্জামাদি বিদেশ হতে আমদানীর জন্য সরবরাহকারীর অনুকূলে এলসি খোলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩৭৭০১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য গ্রামীনফোন লিঃ এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে G2P পদ্ধতিতে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের জন্য নগদ লিঃ এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট ও পিইডিপি৪ এর আওতায় বিভিন্ন লাইন ডিভিশনের চাহিদা অনুযায়ী মোট ৩৫টি পণ্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তব অগ্রগতি
১.	চাহিদাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	১৪২০৬ টি
২.	ওয়াশব্লক নির্মাণ	৮০১৪ টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র মেরামত	৫০০৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেনেন্স	৪২,০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য মেরামত	১৫৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী স্থাপন	৩৬৫৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন	৬৫০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	ওয়াশব্লকের উল্লেখযোগ্য মেরামত	৩৩০ টি
৯.	ওয়াশব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স	৪৭৮৭ টি
১০.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	৪ টি
১১.	বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তর নির্মাণ	১ টি
১২.	উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	৩৭ টি
১৩.	ইউআরসি মেরামত	৫২ টি
১৪.	পিটিআই মেরামত	২ টি
১৫.	চাহিদাভিত্তিক প্রাচীর নির্মাণ	৬০৪ টি
১৬.	স্লিপ ফান্ড	৬৫,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট প্রদান (এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি এর আওতায়)	১৩১৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গা বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/মেরামত ও সংস্কার কার্য বাস্তবায়িত হয়।

SLIP কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো School Level Improvement Plan (SLIP) কার্যক্রম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (SLIP) গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ২০২২ সনের (APSC ২০২২ প্রতিবেদন অনুযায়ী) প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৩,৮৩,৭২৬ জন। এর মধ্যে মেয়ে শিশু ৫০.৭৩%। ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) এর শিশুভর্তি ৩২১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২৩ সনের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদেরকে ভর্তি করা হয়ে থাকে এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য কারিকুলাম প্রণীত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মর্তাগণকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সুপারভিশন ও মনিটরিং বিষয়ে ৩দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

একীভূত শিক্ষা বিষয়ে কার্যক্রমসমূহ: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় Special Education Needs and Disabilities (SEND) একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কম্পোনেন্ট। এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অটিজম এবং এনডিডিসহ সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের পড়ালেখা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য বিদ্যালয়ের একজন করে শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিসটিভ ডিভাইস (চশমা, হুইল চেয়ার, শ্রবণযন্ত্র, ক্র্যাচ ইত্যাদি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

- অটিজম বিষয়ে ইতঃপূর্বে ৬৪টি জেলার সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ৮টি বিভাগে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে NDD ও ASD বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চতকরণ ও সমসুযোগের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয় এর এসএমসির সদস্যসহ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন জেলায় সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল: সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় ৩ (তিন)টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে নৈতিকতা ও অংশীজনের সাথে সভা করে দাপ্তরিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সকল কর্মচারীকে সুশাসন ও সেবা প্রদান সহজীকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বছরের শুরুতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সময়বদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক আর্থিক ব্যয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(গ) দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষককে পেনশন কার্যক্রম মনিটরিং, স্লিপ কার্যক্রম মনিটরিং, সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদানে এবং সৃজনশীল কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিপিই ও মাঠ পর্যায়ের ১৪জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন, প্রশিক্ষণ মডিউলে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে সততা দোকান, শুদ্ধাচার, ডায়েরী, অভিযোগ বক্স স্থাপন, নীতিবাক্য, অনুশীলন, লষ্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স চালু করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

<u>বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:</u>

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দ্যেশ্যে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্র্যাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলার জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তথ্য:

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০২২	৬৫৫২৯	১১১৩৯৯৩	পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, নীলফামারী	বিনোদপুর কলেজ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, রাজবাড়ী

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ন্যয় পুরস্কার, অর্থ, মেডেল ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তথ্য:

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০২২	৬৫৫২৮	১১১৩৯৭৬	বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

প্রাথমিক শিক্ষা পদক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে শিশুদের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম:

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ। যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে যুগোপযোগী এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে উদ্ভাবনী ধারণা সম্প্রসারণ এবং সকলের মধ্যে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন টীম নিরলসভাবে কাজ করছে। মান সম্মত শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'ইনোভেশন আইডিয়া বক্স সংযোজন' অন্যতম একটি উদ্যোগ। ইনোভেশন টিমের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৮২টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫৮ টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১৫ টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৮ টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৩ টি এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৪১টি উদ্ভাবনী আইডিয়া পাওয়া যায় এবং এগুলো নিয়ে উদ্ভাবনী মেলা সোকেসিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং সেরা উদ্ভাবক নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশের ১২টি স্থানে (জেলা/বিভাগে) প্রতিটিতে ১০টি করে মোট ১২০টি আইডিয়া নিয়ে সোকেসিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম:

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ জন্য একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৮৬.৭৮%।

২.৬ প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। প্রকল্পের নাম: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

প্রকল্পের মেয়াদ	: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৫ (আরডিপিপি)।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	: ৩৮,২৯,১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৬১৩২.০০, পিএ: ১২৭৩০১৮.০০)।
প্রকল্প এলাকা	: সমগ্র বাংলাদেশ।
অর্থায়ন	: বাংলাদেশ সরকার ও ৭টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (আরডিপিপি) ।
মোট কম্পোনেন্ট	: ৩টি। সাব-কম্পোনেন্ট: ২১টি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে ও দপ্তর সমূহে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, করোনা কালীন ঘরে বসে শিখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

২। প্রকল্পের নাম: চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

- প্রকল্প ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) : ৫৬২৬০৪.০৯ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের অর্থের উৎস : জিওবি
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৪

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য:</u>

- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ
- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস
- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করা
- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ
- ❑ শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা দূর করা, শিখন-শেখানোর মান ও শিক্ষা সমাপ্তিচক্রের উন্নয়ন ঘটানো
- ❑ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের মান উন্নয়ন করা
- ❑ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল শিশুর জন্য শিশুবান্ধব শিখন নিশ্চিত করা

<u>প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:</u>

- চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ২৫০০০ শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ
- ৫০০টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৫০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ
- ৫০০০টি বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন
- ২২৫০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ২৫০০ শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ

২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি	৬৯.৫৪%
		বাস্তব অগ্রগতি	৭৫.০০
প্রকল্পের শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি	৮৫.২৪%
		বাস্তব অগ্রগতি	৯০.৮৯%
শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ	:	১০০% সমাপ্ত	২৩,০৭২ টি
ওয়াশব্লক নির্মাণ	:	১০০% সমাপ্ত	৩১০৯ টি
নলকূপ স্থাপন	:	১০০% সমাপ্ত	৩৮৯১টি
আসবাবপত্র সরবরাহ	:	১০০% সমাপ্ত	২৮৫৫ টি বিদ্যালয় (১৩০৪০ কক্ষ)

৩। প্রকল্পের নাম: চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- প্রকল্প ব্যয় (আরডিপিপি অনুমোদিত) : ৮৬৭৫৫২.১১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা প্রদান, ও শিক্ষা সমাপ্তির উন্নয়নে বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন ও শিক্ষা প্রদান বিষয়ক পরিবেশের উন্নয়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিশু বান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত করা;

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৭,৫০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন;
- ৮০০টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- ছেলে-মেয়ের জন্য পৃথক সুবিধা সংবলিত ৮০০০ বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক ও সুপেয় পানি উৎস স্থাপন;
- নির্মিত ভবনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন;

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- চাহিদাভিত্তিক ৩৭৫০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৮০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ;
- ৩৪২০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ৩৩০০ শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ;
- ৮০০০টি বিদ্যালয়ে ৮০০০টি নলকূপ স্থাপন;
- ৮০০টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭৪৩৫১.৫০ লক্ষ টাকা
ব্যয় : ৫৪৬২৪.৭৩ লক্ষ টাকা,
আর্থিক অগ্রগতি : ৭৩.৪৭% এবং

ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : আর্থিক- ৬৭.৫৯% ও
বাস্তব- ৭৯%

৪। প্রকল্পের নাম: ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৫৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ রাজস্ব)
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	• শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫৪টি বিদ্যালয়ের ২৯৭৫টি কক্ষ নতুনভাবে নির্মাণ করা; • ১৭৭টি বিদ্যালয়ের ১১৬৭টি কক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ; • উত্তরা'তে ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন ; • ভর্তি উপযোগী শিশুর শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ; • শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, পরিপূর্ণ উন্নতির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করণ; • প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিতসহ শিক্ষার মাণ বৃদ্ধি করণ।
প্রকল্প এলাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। কালিগঞ্জ, গাজীপুর । রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (মোট থানা-১২টি। ১৪টি নতুন বিদ্যালয় (উত্তরা ৩টি ও পূর্বাচলে ১১ টি) স্থাপন করা হবে। ১৪টি নতুন বিদ্যালয়সহ মোট ৩৫৬টি (৩৪২+১৪) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
কাজের অগ্রগতি	ঢাকা মহানগরীর ৩৪২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ইতঃপূর্বে ১২৫টি বিদ্যালয়ের মাটি পরীক্ষা ও টপো গ্রাফিক্যাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬টি বিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান ও ডিজাইন অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৫টি বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যার ১৫টির নিমাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া ১৮টি বিদ্যালয়ের প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়েছে। উত্তরার ৩টি ও পূর্বাচলে ২টি বিদ্যালয়ের জন্য প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প:

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : ১ মার্চ ২০১৯ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	১৬৪০৪.৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল ডাটাবেজ তৈরী করা যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বরের মাধ্যমে ইউনিকভাবে পরিচিত হবে।

CRVS এর মৌলিক তথ্য:

প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুকে অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন ধরণের তথ্য ধারণ ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য প্রকল্পে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে একই ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসা। এ ধরণের ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন সিস্টেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: ক) সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও খ) ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস।

লক্ষ্যমাত্রা:

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ২কোটি ১৭লক্ষ (বেজলাইন) এবং প্রকল্পের ২য় ও ৩য় বছরে নতুন ভর্তিকৃত ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও স্কুল, রস্ক স্কুল ও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বর প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি নম্বরের ভিত্তিতে আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা (যেমন: বই সরবরাহ, ভর্তি ও উপবৃত্তি, মিডডে-মিল ইত্যাদি) প্রদান। ধাপে ধাপে এটিকে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ২০৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯৩৫.০০ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৪৫.২৮%)

6. Project Title: Bangladesh COVID-19 School Sector Response (CSSR) Project

Project Duration: July 2020 to June 2023 (including wind-up period January-June 2023)
Project cost (BDT. In lakh): Total: 12487.30

Objectives of the Project:

The overall objective of the Project is to minimize learning loss of boys and girls, including the most vulnerable groups such as children of hard-to-reach areas or socio-economically disadvantage groups and children with disabilities, are protected during the emergency response and the system is strengthened as a result of the lessons learned from the COVID-19 response.

The Project has Short, Medium and Long-Term objectives focused on the following: a) Children’s safety and learning community; b) Readiness and support for recovery and re-opening in the post-emergency period; and c) Building System Resilience through learning from the COVID-19 response and sustaining good practices.

জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাগম কর্তৃক বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের আওতায় দুর্গম এলাকার শিশুদের মাঝে প্রিন্টেড লার্নিং প্যাকেজ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণির ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা টেলিভিশন ও রেডিও'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকার ২০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। হার্ড টু রিচ এরিয়ায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে লার্নিং মেটেরিয়ালস প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৪০০০ শিক্ষককে ব্ল্যান্ডেড পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বিষয়ে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৬০৭০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং পিএ ৬০১০.০০ লক্ষ টাকা)। মোট ব্যয়- ৫৬৭৫.৮৬ (অগ্রগতি: ৯৩.৫১%)। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়- ৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

৭। প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন (১ম সংশোধনী) প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২২ (২য় সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত)
প্রকল্প বরাদ্দ : ২৮৬৯.১৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৩৬৯.৪৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা: ২৪৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের (উপজেলায় ১টি বিদ্যালয়) কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রয়োগের সাথে পরিচিতকরণ এবং পড়ার অভ্যাস বাড়ানো।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শেখার দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা শেখার এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিকে আরও ফলপ্রসূ করার সুযোগ দেয়া।
- কম্পিউটারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ।
- নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষার্থীর প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ভাষার দক্ষতা উন্নত করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস বিকাশে সহায়তা।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াটিকে আরও ফলপ্রসূ করা।

প্যাকেজ নং: জিডি-০১ এর আওতায় লট-০১ ও লট-০২ এর অধীনে মোট ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) ও ইউপিএস বিদ্যালয় পর্যায়ে ডেলিভারির জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৫০৯ টি প্রিন্টার, ৫০৯ টি সাউন্ড সিস্টেম, ২৫৪৫ টি হেডফোন, ৫০৯ টি পেনড্রাইভ, ৫০৯ টি রাউটার/মডেম আইসিটি আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮। প্রকল্পের নাম: সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন:

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৯৯৬ লক্ষ টাকা (নয় কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ অনুদান
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ৯১২.৯১ (লক্ষ) (৯১.৬%)
আর্থিক সংস্থান	: Asian Development Bank (ADB) TA 9883
মেয়াদ কাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে:

- **প্রকল্পের আউটপুট-১** এর আওতায় সারাদেশে ২১টি জেলার ২৬ টি উপজেলা/থানার ১২০ টি বিদ্যালয় থেকে ৪৮০ জন সহকারী শিক্ষক, ১২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১০৪ জন উপজেলা/থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের Digital Platform for Teacher Development বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল প্লাটফর্ম বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন গাঠনিক তথা ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য টেকনিক্যাল টিমের সদস্য মনোনয়ন ও সদস্যগনের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং রেকর্ড কিপিং এর উপর একটি খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরিপূর্বক মাঠপর্যায়ে পাইলটিং উপজেলা হতে ৩০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শ্রেণিকক্ষে ধারবাহিক মূল্যায়নের জন্য কর্মশালার মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বাংলা, গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের উপর Assessment Item Develop করা হয়েছে।

- **প্রকল্পের আউটপুট-২** এর আওতায় আইপিইএমআইএস (IPEMIS) এর ফেইজ ৩ এবং ৪ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ
- আইপিইএমআইএস সর্বমোট ৪টি ফেইজ সম্পন্ন করার কথা যার প্রথম দু'টি ফেইজ UNICEF এর সঙ্গে সম্পন্ন করবে।
- PEMIS এর Phase III (পর্যায়-৩) এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এই পর্বের আওতায় নিম্ন লিখিত System আপডেট করা হয়েছে:

  ক) Blended Training Management Platform/ Training Tracking System

  খ) Learning Management System (LMS) এর কাজ চলমান।

  গ) Blended learning and online training facilitation

  ঘ) Teacher and trainer database

- Phase IV (পর্যায় ৪) এর আওতায় নিম্নে উল্লিখিত সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে।

  ক) Remote Learning System

  খ) Case Management System

  গ) Scholarship Examination Management System

  ঘ) Strengthened Security System of PEMIS

  ঙ) External Integration System

৯. বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০২২-২০২৩):

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ			ব্যয়			
		জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	ব্যয়ের হার (%)
১	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৪)	১৯৭৭৮৬.০০	৪৩৮৭৫৯.০০	৬৩৬৫৪৫.০০	১৬৮৮৯৫.৪৮	৩৭৯৫২৭.৮৩	৫৪৮৪২৩.৩১	৮৬.১৬
২	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	৭৪৩৫১.৫০	০.০০	৭৪৩৫১.৫০	৫৪৩০৩.৪৫	০.০০	৫৪৩০৩.৪৫	৭৩.০৪
৩	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	৪২৯২০.০০	০.০০	৪২৯২০.০০	২৯৬৩৫.০৬	০.০০	২৯৬৩৫.০৬	৬৯.০৫
৪	প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প	২০৬৫.০০	০.০০	২০৬৫.০০	৯৩৫.৮৯	০.০০	৯৩৫.৮৯	৪৫.৩২
৫	ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প	২০৫২.৩৫	০.০০	২০৫২.৩৫	১৯৬৫.১৬	০.০০	১৯৬৫.১৬	৯৫.৭৫
৬	৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প	২৩৬.০০	১৪২৫.০০	১৬৬১.০০	৯৮.৩৮	৩৮৮.০৮	৪৮৬.৪৬	২৯.২৯
৭	বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেস্পন্স (সিএসএসআর) প্রকল্প	৬০.০০	৬০১০.০০	৬০৭০.০০	৯.৬২	৫৬৬৬.২৪	৫৬৭৫.৮৬	৯৩.৫১
৮	সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন	০.০০	৪৫৫.০০	৪৫৫.০০	০.০০	৪৪৫.২০	৪৪৫.২০	৯৭.৮৫
	মোট=	**৩১৯৪৭০.৮৫**	**৪৪৬৬৪৯.০০**	**৭৬৬১১৯.৮৫**	**২৫৫৮৪৩.০৪**	**৩৮৬০২৭.৩৫**	**৬৪১৮৭০.৩৯**	**৮৩.৭৮**

প্রাগম এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন এম.পি. এঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের ডেলিগেটস এবং জাপান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্যে স্কুল ফিডিং ও স্কুল হেলথ বিষয়ে আলোচনা শেষে টোকিওতে ফটো সেশন

২.৭ SDG সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আইসিটি সামগ্রী বিতরণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য ডিভাইস বিতরণ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ বিদ্যালয় সজ্জিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া School Level Improvement Plan (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সকল বিদ্যালয়ে পানীয় ও জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক নির্মিত হচ্ছে। চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত ও বিদ্যুৎ বিহীন বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২.৮ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১১২.০০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি শিশুদের জন্য তাদের ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

২.৯ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। তাই প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় ও যুগপোযোগী আইসিটি সামগ্রী সরবরাহকরণসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বিদ্যালয়সমূহে খেলার মাঠ উন্নয়ন, স্কুল হেলথ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়কে এক শিফটে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইন্ট্রিগ্রেটেড সফটওয়ার চালু করা হচ্ছে। ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসেবে টিভি কনটেন্ট, রেডিও কনটেন্ট এবং অনলাইন কনটেন্ট তৈরির কার্যক্রম চলছে, যা ভবিষ্যতে রিমোর্ট লার্নিং এর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গন্য হবে। সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য কক্সবাজারে শীঘ্রই লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হবে। বিভিন্ন স্তরে শূন্যপদসমূহ পূরণ ও পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্কুল ফিডিং প্রকল্পের স্টাডি রিপোর্ট ভেলিডেশন ওয়ার্কশপে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

৩.০ ভূমিকা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি-৪) অর্জন এবং প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার (৭+বয়সী) ৭৬.৮০% (বিবিএস ২০২২) ফলে প্রায় ২৩.২০% জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর যারা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি।

৩.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রূপকল্প (Vision) এবং অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision)
নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)
নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.৩ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ (৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন)।
২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ও কর্মসূচি সম্পর্কে প্রচার।
৩) আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ১০% ব্যাক টু স্কুল অথবা শিখন কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
৪) আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন।
৫) লার্নিং সেশন পরিচালনা।

৩.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

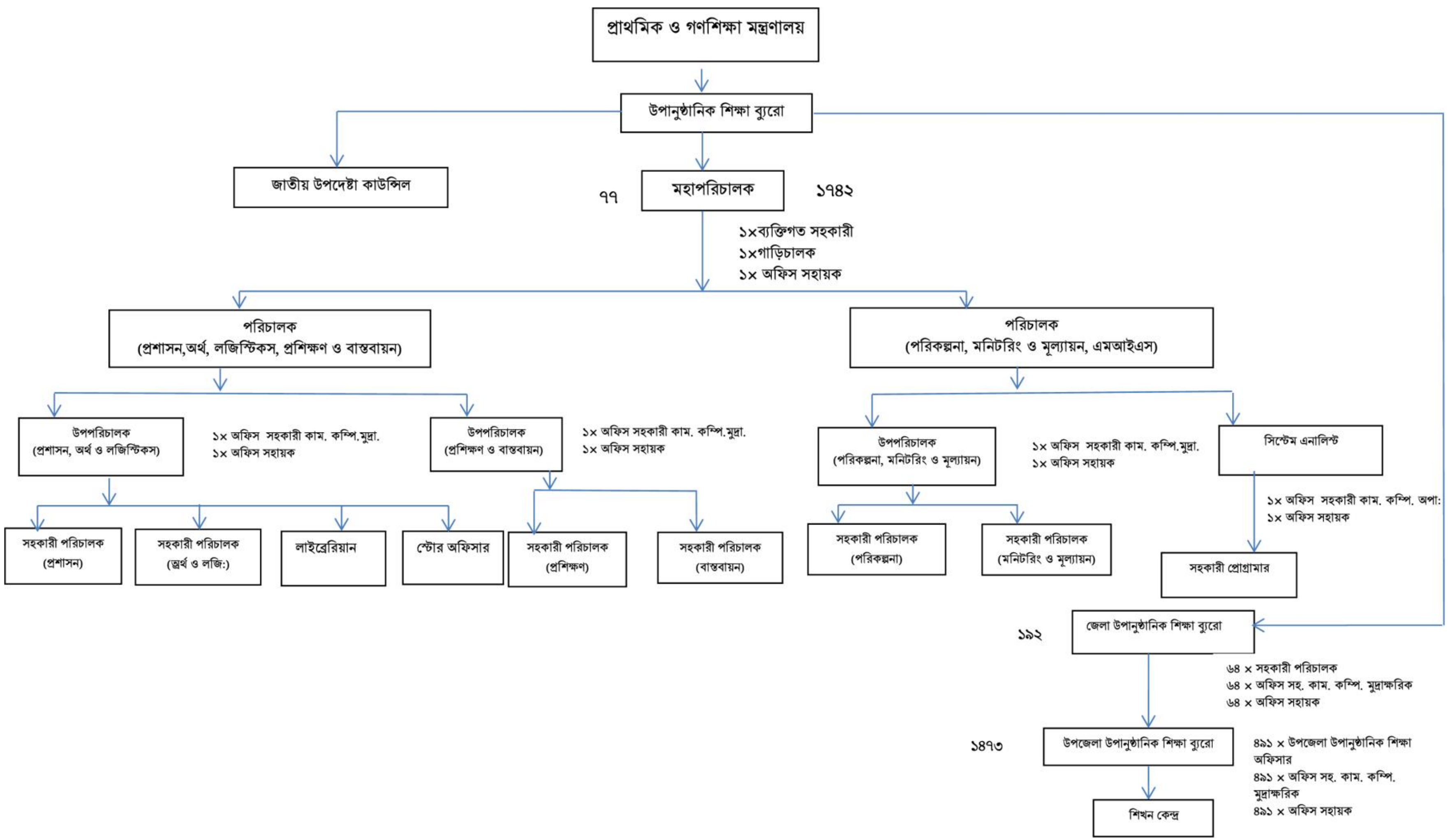

৩.৫ প্রধান কার্যাবলি

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, অংশীদারি বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;

(গ) সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি তথ্যভান্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য যেরূপ তথ্য যে পদ্ধতিতে চাওয়া হবে সেরূপ তথ্য প্রদান;

(ঙ) বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;

(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

(ছ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।

৩.৬ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২২-২৩	বাজেট (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	ব্যয়ের হার	মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়	১১,০১,৭৫	৮৭,১৯,৪	৭৯.১৪%	বাজেট এবং ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
জেলা কার্যালয়	১৫,৬২,৭৮	১৩,৮০,৬৯	৮৮.৩৫%	
মোট (প্রধান+ জেলা)	২৬,৬৪,৫৩	২২,৫২,৬৩	৮৪.৫৪%	

উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২২-২৩	বাজেট (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	ব্যয়ের হার	মন্তব্য
আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রম (পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫)	১২,৫৭,৯১.০৮	১০,২৯,২৮.৭৬	৮১.৮৩%	প্যারালাল ফান্ড বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা। UNICEF এর মোট বরাদ্দ ধরা হয়নি।

৩.৭ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন :

১৫ আগস্ট ২০২২, জাতীয় শোক দিবস পালন :

প্রতি বছরের মতো ১৫ আগস্ট ২০২২, জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে পালন করা হয়েছে। এদিন ব্যুরোর মূল চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাতসহ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়েও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত থেকে জাতীয় শোক দিবস-২০২২ পালন করেন।

১৫ আগস্ট ২০২২, জাতীয় শোক দিবস পালন

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন:

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ এর জন্য UNESCO কর্তৃক নির্ধারিত থিম "Transforming Literacy Learning Spaces"। এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২২ পালিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে ২৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২২ উপলক্ষে পোস্টার প্রকাশ করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এমপি ফেস্টুন উড়িয়ে দিবস উদ্বোধন করছেন এবং বক্তব্য প্রদান করছেন।

১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন ও ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ বিজয় দিবস উদযাপন :

১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন ও ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ বিজয় দিবস যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে (ম্যুরালে) পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া মাহফিলে ব্যুরো এর আওতাধীন 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস-২০২২ উদযাপন

১৭ মার্চ, ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন:

১৭ মার্চ ২০২২ অত্যন্ত আনন্দের সাথে জাতির পিতার জন্ম দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতির পিতার জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রচার, আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কার্যালয়ের মাধ্যমে শিখন কেন্দ্রসমূহে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারসহ মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদযাপন করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উদযাপন

৩.৮ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণের তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য বিষয়
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের ৫দিন ব্যাপী কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	১৯-২৩ অক্টোবর ২০২২	৩৫ জন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ডেঙ্গু ও কোভিড প্রতিরোধে করণীয়, নথি ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার পরিচিতি, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৫৯, ই-ফাইলিং পরিচিতি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন- ২০১৪, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন-২০০৪, বিভিন্ন প্রকার ছুটি, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের ৬-১৬ গ্রেড এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০১ (এক) দিন ব্যাপী ০৩ (তিন)টি লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)	১০ নভেম্বর-২০২২	২৮ জন	দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয়, দাপ্তরিক কাজে সততা ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সচেতনতা
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ৫দিনব্যাপী ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৫-৯ ডিসেম্বর ২০২২	৩০ জন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ডেঙ্গু ও কোভিড প্রতিরোধে করণীয়, নথি ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার পরিচিতি, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৫৯, ই-ফাইলিং পরিচিতি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন- ২০১৪, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন-২০০৪, বিভিন্ন প্রকার ছুটি, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীগণের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ।	১১-১৫ ডিসেম্বর ২০২২	২৫ জন	বিআরডিবির ইতিহাস ও কার্যক্রম, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, নথি ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার পরিচিতি, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৫৯, ই-ফাইলিং পরিচিতি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন- ২০১৪, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন-২০০৪, বিভিন্ন প্রকার ছুটি, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণের তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য বিষয়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (১১-১৬ গ্রেড) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	২৬-৩০ ডিসেম্বর ২০২২	৩৫ জন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ডেঙ্গু ও কোভিড প্রতিরোধে করণীয়, নথি ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার পরিচিতি, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৫৯, ই-ফাইলিং পরিচিতি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন- ২০১৪, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন-২০০৪, বিভিন্ন প্রকার ছুটি, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)	২২ জানুয়ারি ২০২৩	২১ জন	'জিআরএস সফটওয়্যার পরিচিতি ও ব্যবহার' শীর্ষক লার্নিং সেশন
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)	২৩ জানুয়ারি ২০২৩	২১ জন	'সড়ক দুর্ঘনায় সচেতনতা ও করণীয়' শীর্ষক লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)	২৪ জানুয়ারি ২০২৩	২১ জন	'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' শীর্ষক লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)	২৫ জানুয়ারি ২০২৩	২১ জন	দূর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় (ভূমিকম্প) শীর্ষক লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীগণের ডি-নথি ও Audit Management and Monitoring System-2.0 (AMMS-2.0) বিষয়ক লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)।	২০ মার্চ ২০২৩	৪১ জন	ডি-নথি ও Audit Management and Monitoring System-2.0 (AMMS-2.0) বিষয়ক লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের (১৭-২০) গ্রেড কর্মচারীগণের সরকারি কর্মচারী লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)	২১ মার্চ ২০২৩	১৫ জন	গণকর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয়ের (১৭-২০) গ্রেডের কর্মচারীগণের লার্নিং সেশনের (প্রশিক্ষণ)	০৮/০৬/২০২৩	১৫ জন	চাকুরীর বিধানাবলী সংক্রান্ত লার্নিং সেশন (প্রশিক্ষণ)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৪/০৭/২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থায়ী কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রমের গুরুত্ব সংক্রান্ত সেমিনার	৩৫ জন
২০/০৯/২০২২ তারিখে OoSc শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে IVA এর কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং IVA স্পষ্টীকরণ শীর্ষক সেমিনার	৮০ জন

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২১/০৯/২০২২ তারিখে OoSc শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে IVA এর কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং IVA স্পষ্টীকরণ শীর্ষক সেমিনার	৭৮ জন
০৩/০৪/২০২৩ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির জিটুপি পেমেন্ট বিষয়ক সেমিনার	৩৯ জন
০৯/০৪/২০২৩ তারিখে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ''উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অনুমোদিত গাইডলাইন শিক্ষক পুল নীতিমালা চূড়ান্তকরণ'' বিষয়ক সেমিনার	২৭ জন
০৩/০৫/২০২৩ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ''জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার'' শীর্ষক সেমিনার।	৫৫ জন
১৪/০৫/২০২৩ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ''দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি'' শীর্ষক সেমিনার।	২৪জন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.৯ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নীত করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টালে 'ইনোভেশন' সেবা বক্স নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে।
- ইনোভেশন ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- (১) অনলাইন একাউন্টিং সিষ্টেম (২) অনলাইন ষ্টোর ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (৩) পিআইএমএস (৪) ছুটি ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ (৫) বদলী, পদোন্নতি সহজিকরণ (৬) এনএফই লার্ণারস প্রোফাইল সিষ্টেম (৭) শিক্ষার্থী জরিপ সফটওয়্যার প্রণয়ন (৮) OoSC অনলাইন সফটওয়্যার ও (৯) ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন উপবৃত্তি সিষ্টেম উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ইনোভেশন এর আওতায় সহজীকরণকৃত/ডিজিটাইজকৃত সফটওয়্যারসমূহ ওয়েব পোর্টালের ডানদিকে লিংক করা হয়েছে।
- পিডিইপি-৪ এর সাব কম্পোনেন্ট ২.৫ : আউট অব স্কুল চিল্ডেন কার্যক্রমের আওতায় ৮০২৫৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭৯৮৪১ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসহ ওয়েব পোর্টালের সকল সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
- যাবতীয় অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি ওয়েবে প্রকাশ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ের সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে নিয়মিত আহবান করা হয়।
- বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, প্রকাশনা যথাসময়ে ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-লাইব্রেরির এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১০ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় গৃহীত কর্মসূচি

অবহিতকরণ কর্মশালা:

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সকল জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নভিত্তিক 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রম' বাস্তবায়ন বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অবহিতকরণ কর্মশালাগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, সুশীল সমাজ অংশগ্রহণ করেন। অবহিতকরণ কর্মশালাগুলোতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রম' বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

নির্বাচিত শিখনকেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া/কমিউনিটি পর্যায়ে গণসংযোগ:

নির্বাচিত শিখনকেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া/কমিউনিটিতে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার জন্য গণসংযোগ করা হয়। প্রতিটি শিখনকেন্দ্রের জন্য ৭-১১ জন সদস্য বিশিষ্ট সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএসসি) গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কেন্দ্রের কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভা করে থাকে এবং প্রতি ৩ মাস অন্তর ১ বার অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১১ মনিটরিং কার্যক্রম

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি ৬৪ জেলার ৩৪৫টি উপজেলা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভার মধ্যে ৬০টি জেলার ৩২৬টি উপজেলার ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভায় চলমান কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। এছাড়া Specialised Agency হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত মনিটরিং টিম কর্তৃক ইতোমধ্যে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর, মৌলভীবাজার, মাগুরা, রাজবাড়ী, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, মাদারীপুর, ফেনী, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, নেত্রকোনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালী জেলার সকল উপজেলার শতভাগ এবং হবিগঞ্জ, পিরোজপুর, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা, কিশোরগঞ্জ, ঝালকাঠী এবং চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার কেন্দ্রসমূহের শতভাগ পরিদর্শন করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য লক্ষমাত্রা ছিল ৫০০০০০ শিক্ষার্থী। ইতোমধ্যে তাদের মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। Independent Varification Agency (IVA) এর মাধ্যমে ৫০০০০০ শিক্ষার্থী ভ্যালিডেশনের লক্ষমাত্রা ছিল – যা ইতোমধ্যে সমাপ্ত করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন।

৩.১২ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন করা হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- মুন্সীগঞ্জ জেলায় লৌহজং উপজেলার **'ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান'** নামক উদ্ভাবনী ধারণাটি গত ৩১/০১/২০২৩ তারিখে অফিস আদেশ জারীর মাধ্যমে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। মে ২০২৩ মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত ০৫টি শিখন কেন্দ্র মূল্যায়ন/পরিদর্শন করেন।
- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ১১/০৮/২০২২ তরিখে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ বর্তমানে চালু রয়েছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ওয়েব পোর্টালে সংযুক্ত রয়েছে।
- ডি-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম যথাসময়ে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গত ৩০/১০/২০২২ তারিখে কর্মশালার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক দুটি কর্মশালা গত ২৭/১২/২০২২ ও ১০/০৪/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ গত ১২/১০/২০২২. ১৯/১২/২০২২, ২৫/০১/২০২৩ এবং ১৯/০৩/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় শতভাগ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।
- হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার বাহুবল আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়াস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সমাধিসৌধ পরিদর্শন করা হয়।

হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার বাহুবল আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন:

চলমান কোন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন করে সময় ও খরচ কমানো, ভিজিট কমানো এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করাই উদ্ভাবনী। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের ফলে একসঙ্গে সকল ছাত্রকে একত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং বিভিন্ন ভাবে পাঠদান করা যায়। তাই শিক্ষকের সময় সাশ্রয় হয়। পাঠ চর্চার জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে খাতা, কলমের ব্যবহার কম হয়, ফলে খরচ সাশ্রয় এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছাত্রদের মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীগণ আনন্দের সাথে লেখাপড়া করে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়, তাই এটি একটি উদ্ভাবনী ধারণা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান উদ্ভাবনী ধারণা পরিদর্শন

তৃতীয় শ্রেণীর ম্যানুয়াল পাঠ্য বইটি বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং বিভিন্ন রূপে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে পাঠদান করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, মনোযোগ বাড়ে, পাঠ বুঝতে সহজ হয়, ঝরে পড়া হ্রাস পায়, শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধি পায় এবং আনন্দদায়ক শিখন নিশ্চিত হয়। শিক্ষার্থীদের মাথায় পাঠ্য বই ও খাতার বোঝার ভার নেমে যায়। এক কথায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রভাব সবচাইতে বেশি, কারণ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীরা হচ্ছে যারা কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি অথবা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক শিক্ষা হতে ঝরে পড়েছে। এসকল শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ ধরে রাখা খুবই কঠিন কাজ। এদেরকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠদান করতে পারলে ঝরে পড়া হ্রাস পাবে। কাজেই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পাঠদান পদ্ধতিতে কারিকুলামটি ডিজিটাল করার জন্য বাজেট বরাদ্ধ রাখতে হবে। শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বরাদ্দ রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, ঝরেপড়া হ্রাস পাবে, অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করা সম্ভব হবে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। পাঠ চর্চা করার জন্য খরচ কমে যাবে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গত ১৩/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সমাধিসৌধ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন

পরিদর্শন বহিতে মন্তব্য লিখছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জাতির পিতা ও তাঁর আত্মীয় স্বজনদের রুহের মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়

৩.১৩ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত ০৩টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে লিফলেট প্রচার করা হয়েছে।
৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণের ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫। স্ব-প্রণোদিত তথ্যের হালনাগাদ করে ২ বার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

৩.১৪ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি

(ক) আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর বিস্তারিত অগ্রগতি:

প্রকল্পের নাম: পিইডিপি ৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ Out of School Children কর্মসূচি

১)	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩)		মূল DPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)	RDPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)
	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৩২৬০২৮.০২	১৬৩৭৯৫.৯০
	জিওবি	২০৫৯০১.০০	৬৩০৮০.৪৩
	আরপিএ	১১১৮২৭.০০	৯৮২৩৪.৪৬
	ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	৮৩০০.০০ লক্ষ	২৪৮১.০১
৪)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের ব্যয়	১০২৯২৯.০০ লক্ষ	
৫)	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি এবং আরপিএ) ও ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	
৬)	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩	
৭)	প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলার ৩৪৫টি নির্বাচিত উপজেলা এবং ১৫টি শহর এলাকা।	
৮)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	➢ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় বর্হিভূত (ঝরে পড়া এবং ভর্তি না হওয়া) ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় বার সুযোগ দেয়া এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসা। ➢ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর কারিগরি/মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ।	
৯)	আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (প্রাথমিক বিদ্যালয় চিলড্রেন কার্যক্রমের হতে ঝরেপড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)	
১০)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	➢ পিইডিপি-৩ থেকে আগত ১ লক্ষ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম মার্চ ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ➢ জুন ২০২৩ পর্যন্ত পিইডিপি৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৮-১৪ বছর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া বা কখনও বিদ্যালয় গমন করেনি এমন ৯,১৫,৯৬০ জন শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ➢ জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশের ৬৩ জেলার ৩৪৪টি নির্বাচিত উপজেলা এবং ১৫টি শহর এলাকায় ২৫,৮১৫টি শিখন	

		কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৮,১৭,২৭৮ জন শিক্ষার্থীর (বালক-৪,১৮,৯২৯ জন, বালিকা-৩,৯৮,৩৪৯ জন) ৩য় গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ➢ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সর্বমোট ৫,৭২,২৭০ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।	

৩.১৫ এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও প্রসারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমের লক্ষ্য জনগোষ্ঠি ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ থেকে আগত ১ লক্ষ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম মার্চ ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ হতে পর্যায়ক্রমে ৬৩টি জেলার ৩৪৪টি নির্বাচিত উপজেলা এবং ১৫টি শহর এলাকায় ২৫,৮১৫টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৮,১৭,২৭৮ জন শিক্ষার্থীর (বালক-৪,১৮,৯২৯ জন, বালিকা-৩,৯৮,৩৪৯ জন) ৩য় গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-৪ এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ কর্মকর্তাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও উদ্যোগে এবং দিক নির্দেশনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরোর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ব্যুরোর জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও সক্ষমতার আলোকে নিয়মিত কার্যক্রম (Regular operational activities) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়াদি কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা দক্ষতা ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় জিপিই এর আর্থিক এবং ইউনিসেফ এর কারিগরি সহায়তায় কক্সবাজার জেলায় ১৪-১৮ বছর বয়সী "বিদ্যালয় বহির্ভুত কিশোর-কিশোরীদের জন্য দক্ষতা কেন্দ্রিক সাক্ষরতা" পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৮২৫ জন কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা কেন্দ্রিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে এবং কর্মসংস্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

NATIONAL ACADEMY FOR PRIMARY EDUCATION
MYMENSINGH

শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)

৪.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে প্রতিষ্ঠানটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় নির্ণয় ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে নেপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করে থাকে। নেপ দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৮ মাস ব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স এবং এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড কোর্স পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। নেপ উক্ত কোর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া সরকার ও দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেপ কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে বিভিন্ন গবেষণা, সভা-সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ক্যাম্পাসের একাংশ

৪.১ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision):
মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

অভিলক্ষ্য (Mission):
প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

৪.২ বোর্ড অব গভর্নরস

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১.	সচিব/সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি-এর প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল হালিম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	সদস্য সচিব

৪.৩ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. বুনিয়াদি, মৌলিক, ইনডাকশন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান
২. ডিপিএড বোর্ড এর মাধ্যমে পিটিআইসমূহে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
৩. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা
৪. অভ্যন্তরীণ স্থাপনা/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও মেরামত কাজ

৪.৪ সাংগঠনিক কাঠামো

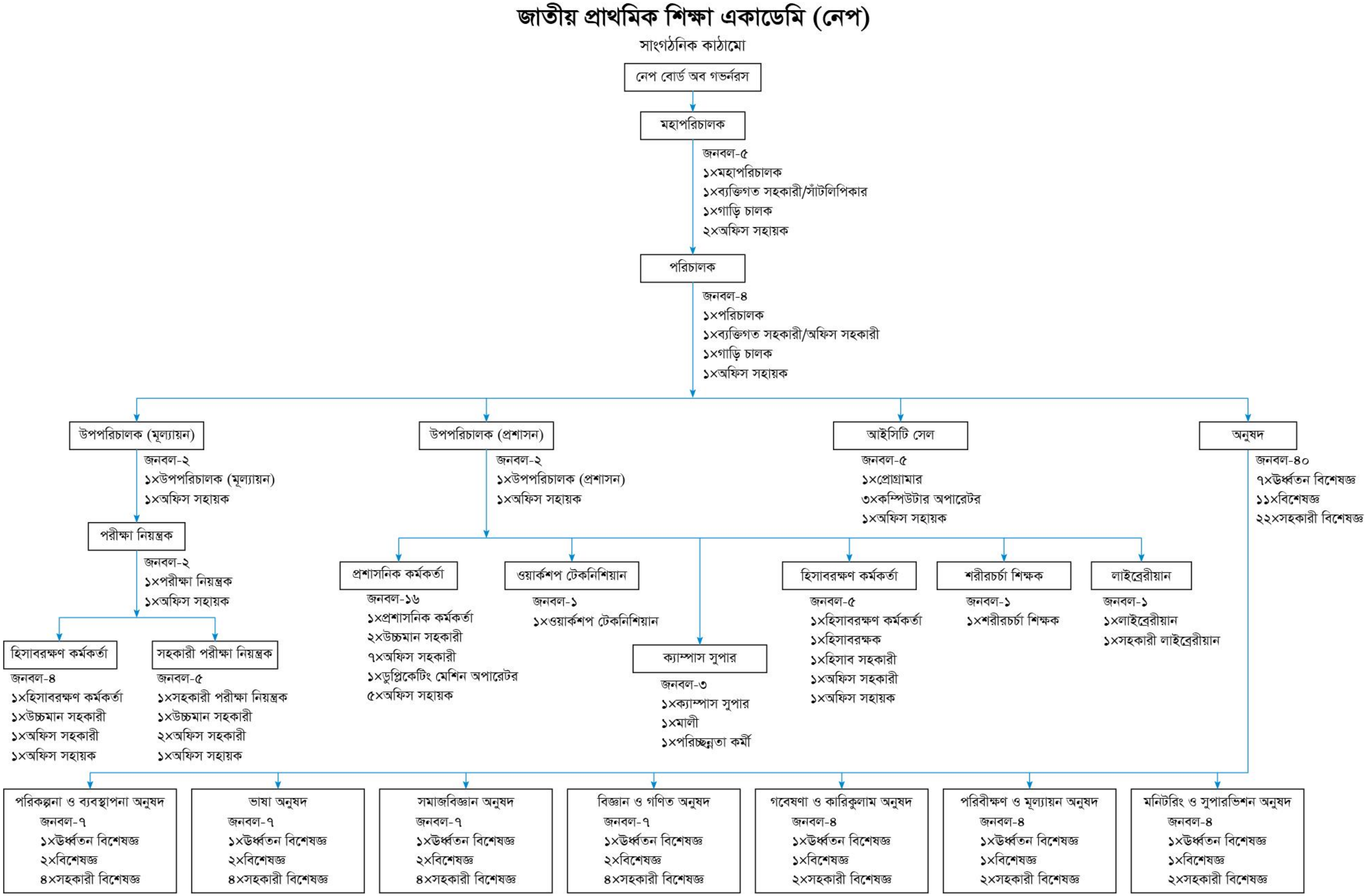
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
সাংগঠনিক কাঠামো
নেপ বোর্ড অব গভর্নরস
মহাপরিচালক
জনবল-৫
১×মহাপরিচালক
১×ব্যক্তিগত সহকারী/সাঁটলিপিকার
১×গাড়ি চালক
২×অফিস সহায়ক
পরিচালক
জনবল-৪
১×পরিচালক
১×ব্যক্তিগত সহকারী/অফিস সহকারী
১×গাড়ি চালক
১×অফিস সহায়ক
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
জনবল-২
১×উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
১×অফিস সহায়ক
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
জনবল-২
১×পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
১×অফিস সহায়ক
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
জনবল-৪
১×হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১×উচ্চমান সহকারী
১×অফিস সহকারী
১×অফিস সহায়ক
সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
জনবল-৫
১×সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
১×উচ্চমান সহকারী
২×অফিস সহকারী
১×অফিস সহায়ক
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জনবল-২
১×উপপরিচালক (প্রশাসন)
১×অফিস সহায়ক
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জনবল-১৬
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২×উচ্চমান সহকারী
৭×অফিস সহকারী
১×ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
৫×অফিস সহায়ক
ওয়ার্কশপ টেকনিশিয়ান
জনবল-১
১×ওয়ার্কশপ টেকনিশিয়ান
ক্যাম্পাস সুপার
জনবল-৩
১×ক্যাম্পাস সুপার
১×মালী
১×পরিচ্ছন্নতা কর্মী
আইসিটি সেল
জনবল-৫
১×প্রোগ্রামার
৩×কম্পিউটার অপারেটর
১×অফিস সহায়ক
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
জনবল-৫
১×হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১×হিসাবরক্ষক
১×হিসাব সহকারী
১×অফিস সহকারী
১×অফিস সহায়ক
শরীরচর্চা শিক্ষক
জনবল-১
১×শরীরচর্চা শিক্ষক
লাইব্রেরীয়ান
জনবল-১
১×লাইব্রেরীয়ান
১×সহকারী লাইব্রেরীয়ান
অনুষদ
জনবল-৪০
৭×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
১১×বিশেষজ্ঞ
২২×সহকারী বিশেষজ্ঞ
পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
জনবল-৭
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
২×বিশেষজ্ঞ
৪×সহকারী বিশেষজ্ঞ
ভাষা অনুষদ
জনবল-৭
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
২×বিশেষজ্ঞ
৪×সহকারী বিশেষজ্ঞ
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ
জনবল-৭
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
২×বিশেষজ্ঞ
৪×সহকারী বিশেষজ্ঞ
বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
জনবল-৭
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
২×বিশেষজ্ঞ
৪×সহকারী বিশেষজ্ঞ
গবেষণা ও কারিকুলাম অনুষদ
জনবল-৪
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
১×বিশেষজ্ঞ
২×সহকারী বিশেষজ্ঞ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুষদ
জনবল-৪
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
১×বিশেষজ্ঞ
২×সহকারী বিশেষজ্ঞ
মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
জনবল-৪
১×উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
১×বিশেষজ্ঞ
২×সহকারী বিশেষজ্ঞ

৪.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
২. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা
৩. প্রাথমিক শিক্ষার নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন / বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান
৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন ও বিস্তরণ ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান
৫. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন/পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
৬. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলনের আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি-এর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

☐ কার্যাবলি বাস্তবায়নে নিয়োজিত অনুষদসমূহ:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির প্রশিক্ষণ-গবেষণা কর্মকান্ড একাডেমির নিম্নবর্ণিত ৭টি অনুষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

৪.৬ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত, ব্যয়িত এবং অব্যয়িত অর্থের বিবরণ:

- মোট বরাদ্দ: ৮,৬৪,৯৫,০০০.০০ (আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা
- ৪ কিস্তিতে মোট ছাড়কৃত অর্থ: ৮,৬৪,৯৫,০০০.০০ (আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা
- বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় হয়: ৮,১৫,৫৯,৩৪৯.৫০ (আট কোটি পনেরো লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত উনপঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)
- মোট অব্যয়িত থাকে: ৪৯,৩৫,৬৫০.৫০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা

৪.৭ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

☐ **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement), ২০২৩-২৪ সম্পাদন**

১৪ জুন ২০২৩ তারিখে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে।

☐ **শিক্ষক প্রশিক্ষণ**

- ডিপিএড ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে দুই শিফটে ১১,৩৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ পিটিআইসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতির কাজ চলমান।
- সি-ইন-এড কোর্সে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৪টি সরকারি (নারায়ণগঞ্জ, শেরপুর, বগুড়া, বান্দরবান) পিটিআই-এ মোট ২২২ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।
- ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) ১৫টি পিটিআই-এ পাইলটিং ভিত্তিতে ১৯৫০ জন শিক্ষকের অংশগ্রহণে ১/০৭/২০২৩ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।

☐ **পেশাগত প্রশিক্ষণ**

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ ২০২২-২৩:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম	মেয়াদ	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	নবনিযুক্ত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	৩০ দিন	৫০	৩০	৮০
২	ibas ++ বিষয়ক কর্মশালা	০১ দিন	-	-	১০০
৩	বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩ দিন	-	-	২৬৫
৪	গবেষণার প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ দিন	-	-	১৫০
৫	৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৬০ দিন	২৫	১৫	৪০
৬	১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	৬০ দিন	৬৯	১১	৮০
৭	পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ	০১ দিন	-	-	১৫৫
	সর্বমোট				**৮৭০**

এপিএ ২০২২-২০২৩ এর লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ-কর্মশালা:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম	সময়কাল	পুরুষ	মহিলা	মোট
১.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০২ দিন	২৯	০৬	৩৫
২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩ দিন	২৩	০৮	৩১
৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়ার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০৩ দিন	২৪	০৭	৩১
৪.	৪র্থ শিল্পবিপ্লব এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৮	১০	৩৮
৫.	তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০৩ দিন	৩৩	০৭	৪০
৬.	সেবাদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৫	০৮	৩৩
৭.	ই-গভর্নেন্স ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০২ দিন	২৫	০৮	৩৩
৮.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৯	০৬	৩৫
৯.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৮	০৭	৩৫
১০	এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৮	১০	৩৮

৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব।

☐ সম্পাদিত গবেষণাসমূহ:

রাজস্ব খাতের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নোল্লিখিত দুইটি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে:

1. Bangla Reading Fluency: A Way Out to Improve the Situation
2. Exploring Factors Influencing the Students Performance in Bangla and Mathematics of the Government Primary School and Kindergarten

☐ প্রকাশনা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীন সকল দপ্তরের কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামক নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধ সমৃদ্ধ বাৎসরিক Primary Education Journal নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

☐ প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী' হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা' নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'একাডেমী-বার্তা' নামে মাসিক মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 'নেপবার্তা' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি আরও বিস্তৃত কলেবরে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংবাদ নিয়ে

আবার 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সমূহের একটি সার্বিক চিত্র 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা'য় প্রতিফলিত হয়।

২০২২-২০২৩ অথবছরে প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা প্রকাশিত হয়। জুলাই ২০২২ সংখ্যায় শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা চর্চা, জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA), করোনা মহামারিতে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দুইটি প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যায় শিক্ষা নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি, ই-মনিটরিং সিস্টেম,বই উৎসব ইত্যাদি বিষয় প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও উভয় সংখ্যাতেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নানা কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল

বাৎসরিক প্রকাশনা 'প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল'-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

☐ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে মাঠ পর্যায়ের চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অন্যতম উপায়।
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নেপ প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

☐ মনিটরিং ও সুপারভিশন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৭টি পিটিআই-এর ডিপিএড ও সি-ইন-এড (বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, শেরপুর ও বান্দরবন) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং ও সার্বিক তত্ত্বাবধান-এর জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া নেপ বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিখন শেখোনো কৌশলসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে।

☐ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- সেবার মান সহজীকরণ করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার কাজ ডিজিটালাইজেশন করার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফলে পিটিআই ও নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।
- নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স/ ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে পিটিআইসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। এতে কর্মসম্পাদন আরও সহজ হচ্ছে।
- পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে। এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, ফরমপূরণ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।
- এটুআই এর সহযোগিতায় ই-ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

৪.৮ এসডিজি বাস্তবায়ন

□ *লক্ষ্য ৪: গুণগত শিক্ষা*

এসডিজি ৪ হলো "সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি"।

এসডিজি ৪ এর দশটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা ১১ টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

"ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্য" হচ্ছে -

১. বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা;
২. মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার;
৩. প্রাইমারি সমাপ্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাঙ্ক্ষিত পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন;
৪. শিক্ষায় সকল বৈষম্য দূর করা;
৫. টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা এবং
৬. অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধিকরণ

উল্লিখিত লক্ষ্য ও সূচক বাস্তবায়নে প্রয়োজন দক্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক গড়ে তোলা, দক্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক তৈরিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাগণের পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও গবেষণামূলক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

৪.৯ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২০২৭ পর্যন্ত আগামী ৫ বছরে ৫০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষককে পিটিআইসমূহের মাধ্যমে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, রাজস্ব বাজেটের আওতায় মাঠ পর্যায়ের ২০০০ কর্মকর্তাকে অনলাইন/ অফলাইন/ ইন-পারসন পদ্ধতিতে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সেবা প্রদানে ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পরিমার্জন, অবকাঠামো (একসাথে ২০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান উপযোগী ডরিমিটরি, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর, অডিটরিয়াম, বৈদ্যুতিক ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদি) উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

৫.০ ভূমিকা

ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী এবং ক্ষেতে-খামারে অথবা নিজ সংসারে বাবা, মা ভাই, বোনকে সহায়তা প্রদানকারী অনধিক ১৫ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **"পথকলি ট্রাস্ট"** এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"** নামকরণ করা হয়।

৫.১ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

(ক) সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

(খ) নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যান্নয়নে প্রয়াসী শিশু ও কিশোরদের ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ (Skill Training) প্রদান।

৫.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র, শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পৃক্তকরণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২০, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

৫.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

(ক) ট্রাস্ট দপ্তরের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৭ (সাত) জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৪ (চার) জনসহ সর্বমোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে।

(খ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ চলমান ২০৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০৪ টি প্রধান শিক্ষক এর পদ, ৮৩৪ টি সহকারী শিক্ষকের পদ, ২০৪ টি অফিস সহায়ক এবং ০৬ টি নৈশ প্রহরীর পদ রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালক জনাব মোঃ আবুল বশার-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়

৫.৪ প্রধান কার্যাবলি

(ক) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র এবং পূনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ;

৫.৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

- **ট্রাস্টের এন্ডাউমেন্ট ফান্ডঃ**
  - **সাধারণ তহবিল** : ২৬,৭৪,৪৯,১৮২.৩০
  - **বৃত্তি তহবিল** : ১৪,৪০,০৫,০৭০.৯৪

- **২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটের বিবরণঃ**
- **প্রাথমিক ও গণিশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তা কার্যক্রম খাত:**
  - সংশোধিত বরাদ্দ : ৩৯,৩৯,৭৫,০০০.০০
  - চিফ একাউন্ট এন্ড ফিন্যান্স অফিসার প্রাগম হতে ছাড় : ৩১,৯৬,৯০,০০০.০০
  - ব্যয় : ৩১,৩০,৮৫,২২৭.০০

- **অব্যয়িত অর্থ ৩০-০৬-২০২৩ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।**

- **ট্রাস্টের সাধারণ তহবিল:**
  - এন্ডাউমেন্ট ফান্ডের আয় : ১,১৩,৬২,০৬৫.৭২
  - সংশোধিত বরাদ্দ : ৬৮,৬১,০০০.০০
  - ব্যয় : ৪৭,৬৬,৭৫৫.০০

- **ট্রাস্টের বৃত্তি তহবিল**
  - এন্ডাউমেন্ট ফান্ডের আয় : ৬৫,৫৫,১৮৩.৫১
  - বরাদ্দ : ২৩,১৩,৫০০.০০
  - ব্যয় : ১৬,৩০,৬৩১.০০

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৮৪, উজিরপুর, বরিশাল।

৫.৬ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(১) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে সরকারি পিটিআই হতে ৪০ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান;
(২) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যহত রাখা;
(৩) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি বাস্তবায়ন;
(৪) যে সমস্ত জেলা/উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে সমস্ত এলাকার শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
(৫) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করণ;

(৬) সকল প্রকার জাতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
(৭) এপিএ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
(৮) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জরীপ সম্পন্নকরণ।

৫.৭ স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি, ২০২২ বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রথম গুগোল ফরম ব্যবহার করে অনলাইন-এ আবেদন গ্রহণ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়।
খ) বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পিতা/মাতা/অভিভাবকের মোবাইলে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" এর মাধ্যমে বৃত্তির অর্থ প্রদান।
(গ) দাপ্তরিক কার্যক্রমে ডি-নথির ব্যবহার।
(ঘ) বার্ষিক বরাদ্দ ব্যয়ে ইএফটি/ ibas++ ব্যবহার।
(ঙ) ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্যাদি গুগোল অনলাইন ফর্মের ব্যবহার।
(চ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম অনলাইন ও অপলাইন এর মনিটরিং।

৫.৮ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ

(ক) ট্রাস্ট কর্তৃক বৃত্তি কার্যক্রম: প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করে থাকে। মেধা কোটায় মাসিক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় মাসিক ৬০০/ টাকা হারে বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

(খ) সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি: শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

(গ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন (প্রণয়নে যাচাই বাছাইয়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদে কার্যক্রম চলমান) উদ্যোগ গ্রহণ এবং ট্রাস্টের ৭২তম ট্রাস্টি বোর্ড সভায় উক্ত আইনের খসড়া অনুমোদন।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫০, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

৫.৯ এসডিজি বাস্তবায়ন

এসডিজি-৪ এ "সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি"-র কথা বলা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখে আসছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সমাজের হতদরিদ্র, ভাগ্যাহত শিশু ও কিশোরদের সুবিধাজনক সময় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৮৯ সাল হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকগণ এসকল শিক্ষার্থীর অভিভাকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে শ্রমজীবী শিশুদের সুবিধাজনক

সময়ে বিদ্যালয় আগমন ও পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করেন যা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ফলে সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৫.১০ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

(১) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মধ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৪টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ট্রাস্ট প্রদত্ত সাধারণ ও মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

(২) শ্রমজীবী বাবা-মার কাজের সহযোগিতায় এবং নিজেরা শ্রম দিয়ে জীবীকা অর্জনের পথ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের সুবিধাজনক সময়ে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়। এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ অব্যাহত ও অবারিত থাকে।

৫.১১ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

দারিদ্রপীড়িত, ভাগ্যাহত অথচ নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী অনধিক ১৫ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। নো কস্ট অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতিতে বিদ্যালয় মনিটরিং ও ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। ২০২৫ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২,৪০০ জনে উন্নীত করা। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর নিজস্ব আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা। শ্রমঘন ও শিল্প এলাকায় চাহিদামতে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। বিদ্যালয় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ট্রাস্ট দপ্তর সম্প্রসারণ। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যুগোপযোগী করণ।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

৬.০ ভূমিকা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়া। এ জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' পাশ করা হয়। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য ১১.০৮.১৯৯০ তারিখে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোষ' সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত ০১.১১.১৯৯২ তারিখে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কোষ শব্দটি বাদ দিয়ে ইউনিট শব্দটি প্রতিস্থাপন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটে রূপান্তর করা হয়।

'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে গঠিত জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটিসমূহের কেন্দ্রিয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনসহ অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব এ ইউনিট যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

৬.১ রূপকল্প

সবার জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য:

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৬.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুতকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
২. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
৩. সাবেক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৃত্যুবরণকারী/অবসরগ্রহণকারী শিক্ষকগণের এককালীন আর্থিক অবসরভাতা প্রদান;
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত জেলা/উপজেলা অফিসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
৫. সাবেক এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা; এবং
৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদিত চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সরকারি বিধান মোতাবেক নিস্পত্তি করা।

৬.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

ক্রমিক নং	অনুমোদিত জনবলের বিবরণ	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
০১	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১৩ জন
০২	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	০১ জন
০৩	৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১৯ জন
০৪	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	**২২ জন**
	মোট	**৫৫ জন**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

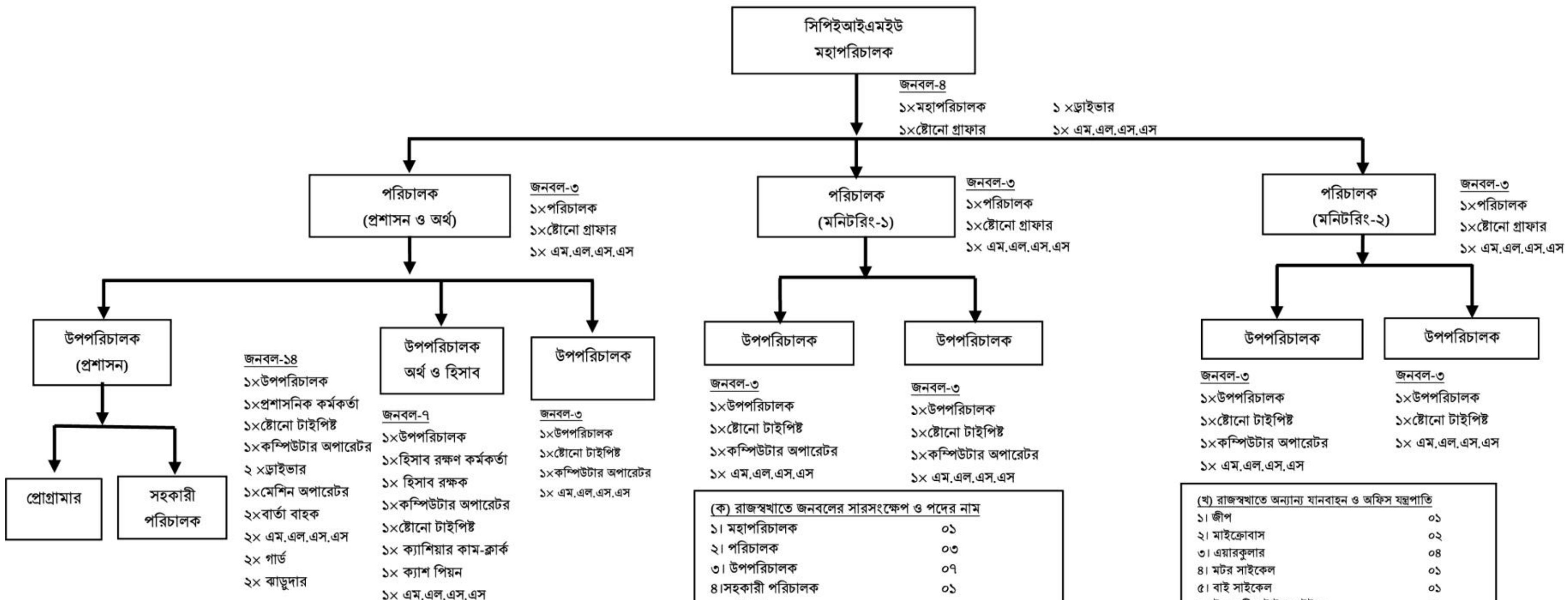

(ক) রাজস্বখাতে জনবলের সারসংক্ষেপ ও পদের নাম

১। মহাপরিচালক	০১
২। পরিচালক	০৩
৩। উপপরিচালক	০৭
৪।সহকারী পরিচালক	০১
৫। প্রোগ্রামার	০১
৬। ২য় শ্রেণি	০২
৭। ৩য় শ্রেণি	২১
৮। ৪র্থ শ্রেণি	১৯
সর্বমোট =	৫৫

(খ) রাজস্বখাতে অন্যান্য যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি

১। জীপ	০১
২। মাইক্রোবাস	০২
৩। এয়ারকুলার	০৪
৪। মটর সাইকেল	০১
৫। বাই সাইকেল	০১
৬। ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার	০৪
৭। সার্ভার কম্পিউটার	০১
৮। কম্পিউটার	#
৯। হাব	০২
১০। ইউপিএস	০৫
১১। প্রিন্টার	#
১২। টেলিফোন	#
১৩। ইন্টারকম সেট	০১
১৪। ফ্যাক্স মেশিন	০১
১৫। ফটোকপিয়ার	০২
১৬। ডুপ্লিকেটিং মেশিন	০২
১৭। টাইপ মেশিন	#

৬.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যাবলি

- **বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত:**
  বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ **ট্রাস্টের** তহবিল হতে (২০২২-২৩ অর্থবছরে) এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত/পদত্যাগকারী/মৃত্যুবরণকারী ১৪ জন শিক্ষকের এককালীন আর্থিক সুবিধা বাবদ অর্থের পরিমাণ ১৬,৫৪,৮৫২/- (ষোল লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত বায়ান্ন) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- **মামলা সংক্রান্ত:**
  ০১.০১.২০১৩ তারিখ ২৩,৭৩৪টি এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক সরকারকে বিবাদী করে দায়ের করা মোট ৮৭টি রীট মামলা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৫টি মামলা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে।

- **মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন**:
  ঝরে পড়ারোধসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৬টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক নূরুন নাহার হেনা (অতিরিক্ত সচিব) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পাদন করেন।

চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানাধীন হালিশহর হাউজিং স্টেট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেছেন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ভূঁঞা।

৬.৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের অনুকূলে মোট ৫,০৮,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি আট লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২,৮১,০৫,০০০/- (দুই কোটি একাশি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।

মুজিব কর্ণার

৬.৬ এসডিজি বাস্তবায়ন

এসডিজি অর্জনের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত মান যাচাই ও শিখন পদ্ধতি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

প্রতিটি শিশু, একেকটি সম্ভাবনা
প্রাথমিক শিক্ষাই যার শুভ সূচনা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

ক অ ১

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার